ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 May, 2021 ■ আগরতলা, ৭ মে, ২০২১ ইং ■ ২৩ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩০০, মৃত ১ জন

এক সপ্তাহে ২.৪২ শতাংশ করোনা আক্রান্তের হার বৃদ্ধি, পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরায় সংক্রমণ উর্ধ্বমুখী

আগরতলা, ৬ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় গত এক সপ্তাহে ২.৪২ শতাংশ করোনা আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম এবং উত্তর ত্রিপুরায় আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখী। করোনার এযাবতীয় সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সচিবালয়ে স্টেট লেভেল কোভিড টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চর্চা হয়েছে। এদিকে, রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩০০ জন করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমারের সভাপতিত্বে স্টেট লেভেল কোভিড টাস্ক ফোর্সের এক বৈঠক আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে রাজ্যের সামগ্রিক কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, রাজস্ব, তথ্য ও সংস্কৃতি, আরক্ষা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের প্রধান সচিব, সচিব ও পদস্থ আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ এই কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় মনিটরিং করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। আজকের পর্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গতকাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬১ শতাংশে। আগরতলা পুর নিগমের কিছু কিছু এলাকা সহ পশ্চিম

বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমারের সভাপতিত্বে স্টেট লেভেল কোভিড টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সচিবালয়ে। ছবি নিজস্ব।

বৈঠকে রাজ্যে সর্বশেষ কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতি, টিকাকরণ, কোভিড প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, কোভিডে আক্রান্তদের চিকিৎসা, কোভিড মুখ্যসচিব মনোজ কুমার কোভিড টেস্টিং এবং বিশেষ করে টিকাকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত পর্যন্ত কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা এবং এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে রাজ্যে কোভিড পজিটিভিটির রেট ৩.১৯ শতাংশ জেলা ও উত্তর জেলায় পজিটিভিটির হার উর্দ্ধমুখী। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ও উত্তর জেলায় কোভিড টেস্টিং হার বৃদ্ধি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.)।। ভারতবর্ষের পাশাপাশি করোনায় কাবু গোটা বিশ্ব। এই অবস্থায় করোনা মোকাবিলায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৮ মে ভারচুয়ালি বৈঠকটিতে যোগ দেবেন তিনি। এমনটাই জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে।

বর্তমানে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২৭টি দেশ। মাঝেমধ্যেই নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেন এই দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা। বর্তমানে এই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মাইকেলের আহ্বানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এই বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। থাকবেন অন্যান্য দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারাও। আর বৈঠকটির সভাপতিত্ব করবেন পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্তোনিও কোস্তা। কারণ আপাতত পর্তুগালই ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট।

এই বৈঠকটিতে যোগ দিতে আগেই পর্তুগাল যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বৈঠকটি ভারচুয়ালি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মূলত কোভিড মোকাবিলায় একে-অপরকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, কীভাবে মারণ এই ভাইরাসকে রোখা সম্ভব, কীভাবে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়, সেই সমস্ত কিছু নিয়েই মূলত এই বৈঠকে আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কোভিড মোকাবিলায় ফোনে কথা বলেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন। ভারত এবং বিশ্বের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সারেন দু'জনে।

দেশে ফের ৪ লক্ষ ছাড়াল দৈনিক আক্রান্ত, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু বেড়ে প্রায় ৪ হাজার

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.)।। দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ফের চার লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। এদিন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ লক্ষ ১২ হাজার ২৬২ জন নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে আক্রান্তের নিরিখে এই সংখ্যা এখনও অবধি সর্বোচ্চ। আবার পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৯৮০ জনের। একদিনে মৃত্যুর নিরিখে এই সংখ্যা দেশে এখনও অবধি সর্বোচ্চ।

গত ১ মে দেশে দৈনিক সংক্রমণ প্রথমবারের জন্য ৪ লক্ষ ছাড়িয়েছিল। তার পর চার দিন সাড়ে তিন লক্ষের বেশি থাকলেও চার লক্ষের নীচেই ছিল নতুন সংক্রমিতের সংখ্যা। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হলেন ২ কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪১০ জন। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ দৈনিক আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়িয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাকেও। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৯৮০ জনের। একদিনে মৃত্যুর নিরিখে এই সংখ্যা দেশে এখনও অবধি সর্বোচ্চ। গত ৯ দিন ধরে দেশের দৈনিক মৃত্যু ৩ হাজারের উপরে থাকছে। এ ভাবে বাড়তে বাড়তে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে ৯২০ জনের। কর্নাটক, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশেও মৃতের সংখ্যা সাড়ে ৩৫০-র আশপাশে। ছত্তীসগড়, রাজস্থান, গুজরাত, পঞ্জাব, হরিয়ানাতেও দৈনিক মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বের প্রতিদিন যত লোক আক্রান্ত হচ্ছেন করোনাভাইরাসে তার প্রায় অর্ধেকই এখন হচ্ছে ভারতে। বিপুল সংখ্যক নতুন আক্রান্ত রোজ বাড়াচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯ হাজার ১৬৯ জন বেড়ে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে দেশে কোভিডের টিকাকরণও চলছে। কিন্তু গত এক সপ্তাহে টিকা পাচ্ছেন অনেক কম মানুষ। যদিও গত ২৪ ঘণ্টায় এই সংখ্যাটা একটু হলেও বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ১৫১ জন টিকা পেয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ১৬ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি।

মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারের মাংস বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি ঠেলা রিক্সার নিচ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে বাজারের ব্যবসায়ীরা মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মহারাজ বাজার আউট পোষ্টের পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের তদন্ত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের টিম যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.)।। পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এজন্য ইতিমধ্যেই চার সদস্যের একটি দল গড়েছে অমিত শাহের মন্ত্রক। অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের অফিসার ওই দলের নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

সেই তদন্তকারী দলের সদস্যরা বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গে আসবেন। এ রাজ্যে এসে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকাও তাঁরা ঘুরে দেখবেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তৃতীয়বার বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরতেই ফের তুঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ইতিমধ্যে দু'বার মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছিল অমিত শাহের মন্ত্রক। বুধবারই রাজ্যকে এ নিয়ে সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

উপযুক্ত জবাব না পেলে কড়া পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয়কুমার ভাল্লা। এই সতর্কবার্তার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, তার আগেই বাংলায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্র।ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস, ত্রিপুরায় বিজেপির প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করেছে। সন্ত্রাস বন্ধের প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্য ব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূলের হিংসার বিরুদ্ধে আগরতলায় বোধজং চৌমুহনীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পর গোটা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলাা, খুন সন্ত্রাস ও পৈশাচিক আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে। নির্মমভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাদের খুন করা হচ্ছে। মহিলাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে। এটা নির্মম ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদে ত্রিপুরার প্রতিটি মন্ডল এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করাা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপ এর নিন্দা ও ধিক্কার জানান মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ মে।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে খোয়াই থানার অধীন পূর্ব গণকির বাসিন্দা জুয়েল সোম (৩৫)। বাড়ির লোকদের সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়। তারপর সে বাড়ি থেকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে বাড়ির পাশের একটি পার্কে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। কয়েকজন লোক মৃতদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রদ্যুতের তিপ্রা মথায় মিশে গেল রাঙ্খলের আইএনপিটি

আগরতলা, ৬ মে (হি. স.)।। তিপ্রা মথা-য় মিশে গেল আইএনপিটি। বৃহত্তর স্বার্থে এবং শক্তিশালী দল গঠনে এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি আইএনপিটি নেতৃবৃন্দের। তবে এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ত্রিপুরায় পাহাড় রাজনীতি-তে এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো আঞ্চলিক দলগুলি। তাতে স্পষ্ট, নবগঠিত তিপ্রা মথার গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ডের শ্লোগানে ক্রমশ বিলিয়ে যাচ্ছে জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল। তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ-র দাবি, জনজাতি-দের মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নে আমরা এক ও অভিন্ন। তাই, আজ আইএনপিটি-র এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত খুশি। তবে, দলের সকল অংশের নেতা-কর্মীরা এই সিদ্ধান্তে একমত নন একথা স্বীকার করে আইএনপিটি সুপ্রিমো বিজয় রাঙ্খলার দাবিতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হতেই পারেন। কিন্ত, বৃহত্তর স্বার্থে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

আজ যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়ে প্রদ্যুত বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে আমরা শুধুই একতার কথাই বলে যাচ্ছি। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের পূর্বে জোট বাধেন। কিন্ত নির্বাচন ফুড়িয়ে যেতেই সম্প্রদায় এবং একতার কথা ভুলে যান, দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য মজবুত করার লক্ষ্যে এবং দলকে আরও শক্তিশালি করার জন্য আইএনপিটি নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তাতে, আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।

প্রদ্যুতের মতে, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সময়োপযোগী। কারণ, আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের মহকুমাগুলিতে কোভিড কেয়ার সেন্টারের দাবী জানালেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য একমাত্র দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক অবস্থা মুকাবিলা করতে এবং সন্ত্রাস মোকাবেলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সিপিআইএম পরিষদীয় দল দেখা করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। বর্তমান পরিস্থিতির দিকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে তুলে ধরা হয় বৃহস্পতিবার।

সাংবাদিক সম্মেলন করে বৃহস্পতিবার এ কথা জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন তিনি বলেন রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায়, সর্বদলীয় বৈঠকে এবং বিবৃতি দিয়ে দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম সদর্থক ভূমিকা না পাওয়ায় পুনরায় আলোচনা যেতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। রাজ্যে হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক এবং নার্সের প্রয়োজন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকলেও কাজ করা চিকিৎসক এবং নার্সদের পক্ষে পরিষেবা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে।

সাব্রুম, গন্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর সহ দূরবর্তী মহকুমাগুলিতে করোনা চিকিৎসার জন্য কোভিড সেন্টার অত্যন্ত জরুরি। কারণ দূরবর্তী মহাকুমারগুলি থেকে রোগী কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লাগে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেককে কোভিড নমুনা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতে পজিটিভ শনাক্ত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, আর নেগেটিভ রিপোর্ট আসলে সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে আগে থেকে বলে আসলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তপশিলি জাতি নিয়ে সরব হলেন বিঘায়ক আশিষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। টিকিটের জন্য রাজনীতি করেন না আশিস দাস। জনস্বার্থে কাজ করাই হলো মূল লক্ষ্য। গত তিন বছরে মন্ত্রিসভায় কোন সম্প্রসারণ করা হয়নি। তপশিলি জাতির উন্নয়নের জন্য কোন মন্ত্রিত্ব পদ দেওয়া হয়নি। ফলে তপশিলি জাতির উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে আছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই ক্ষোভ উগড়ে দেন শাসক দলের বিধায়ক আশিস দাস। কারণ প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। দেশ স্বাধীনতার পর থেকে তপশিলি জাতির মানুষ শিক্ষা, পানীয় জল, খাদ্য সহ সবধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।

পানীয় জলের দাবীতে গন্ডাছড়ায় পথ অবরোধ করলেন জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের দাবিতে গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি সড়কে পথ অবরোধ করল ঠাকুরছড়া এলাকার তিনটি পাড়ার উপজাতি অংশের মানুষজন।ভোট আসে, ভোট যায়, গিরিবাসীদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে না।

গিরিবাসীরাএখনো পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের অভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন। নির্বাচনের আগে পরিস্রুত পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলি হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী মাতব্বরেরা।

ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর কেউ তাদের খোঁজ খবর রাখে না। তীব্র দাবদাহে প্রত্যন্ত এলাকার জলের উৎস শুকিয়ে গেছে। পরিস্রুত পানীয় জল তাদের কাছে অধরা। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সামান্য জল পাচ্ছেন না তারা। ছড়া নালা কাঁচা কুয়ার জল পান করে নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গিরিকন্দরে বসবাসকারী উপজাতি অংশের জনগণ। তাদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবার তেমন সুযোগও নেই। সমস্যায় জর্জরিত উপজাতিরা অসহায় হয়ে পড়েছে।

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাস্তা অবরোধ করে গন্ডাছড়ার ঠাকুরছড়া এলাকার জনজাতিরা। এদিন সাত সকালে ঠাকুরছড়া ভিলেজের লাইগ্যা পাড়া, গড়িয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সালিশী সভায় নিগ্রহ, অপমানে আত্মহত্যা মহিলার, স্বত:প্রণোদিত মামলা নিল হাইকোর্ট

আগরতলা, ৬ মে (হি. স.)।। সালিশী সভায় নোংরা ভিডিও দেখান এবং চরিত্র নিয়ে বাজে মন্তব্যের জেরে লজ্জায় ও অপমানে এক মহিলার আত্মহত্যার ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট সুয়োমুটো মামলা নিয়েছে। ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপার এবং সাব্রুমের মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে নোটিশ জারি আগামীকাল শুনানির দিন ধার্য্য করেছে। আগামীকাল প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশী এবং বিচারপতি এস তলাপাত্র-র ডিভিশন বেঞ্চ-এ মামলার শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুম মহকুমায় বেতাগা এডিসি ভিলেজে বিরেন্দ্র চৌমুহনী বাজার এলাকায় পরকীয়ার অভিযোগে সালিশী সভায় অনিল মালা

ত্রিপুরা(২৪)-র অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও এবং ছবি প্রকাশ্যে দেখানো হয়েছে। তাতে, লজ্জায় ও অপমানে ওই মহিলা গতকাল আত্মহত্যা করেছেন। মৃতার স্বামী আনন্দ ত্রিপুরা বলেন, সালিশী সভায় গ্রামবাসীরা তার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করেছেন। তিনি বলেন, সালিশী সভায় কিছু ভিডিও দেখানো হয়েছিল এবং তাতে স্থানীয় মহিলারা উত্তেজিত হয়ে তার স্ত্রীকে মারধর করেছেন। তাই, অনিল মালা ত্রিপুরার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, বলেন তিনি।

ওই ঘটনায় সাব্রুম থানা একটি স্বত:প্রণোদিত মামলা নিয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দুলাল দত্ত জানিয়েছেন, সালিশী সভায় মহিলাকে নিগ্রহ এবং পরবর্তী সময়ে তার আত্মহত্যার ঘটনায় স্বত:প্রণোদিত মামলা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩২৩, ৩৫৪, ৩০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তিনি বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।

এদিকে, ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বত:প্রণোদিত মামলা নিয়ে মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২০২ ▫ ৭ মে ২০২১ ইং ▫২৩ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অগ্নিকন্যার অগ্নিপরীক্ষা

সদিচ্ছা থাকিলে যে কোন সরকার ও প্রশাসন বিভেদকামী শক্তিকে রুখিয়া দিতে পারে। উদারবাদী সহিষ্ণু চরিত্রটি রক্ষা করিতে পারে। প্রশ্ন উঠে আসে সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর যেসব নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস শুরু হয়েছে সেই সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারিবে কি? রাজনৈতিক হিংসা ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যে উত্তরাধিকার এই রাজ্য বহন করিয়া চলিতেছে, যে রাজনৈতিক হিংসার নিরিখে গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে এই রাজ্য কি নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিবে? এই প্রশ্নের উত্তর নাগরিকদের খুঁজিতে হইবে। তাহারও অধিক খুঁজিতে হইবে প্রশাসনকে, রাজ্যের রাজনৈতিক অভিভাবকদের। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে হিংসামুক্ত দেখিতে চাহেন কি না, তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে রাজ্যের উত্তরণের সম্ভাবনা। শপথ গ্রহণ করিয়াই মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন, যে দলই সন্ত্রাস করুক, তিনি তাহা বরদাস্ত করিবেন না। প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। কথাটি যে শুধুই মৌখিক নহে, আন্তরিক তাহা প্রমাণ করিবার দায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরই বর্তায়। বিশেষত, অতীত অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। অবশ্যই, শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেই নহে, তাহার পূর্বসূরি বাম জমানায়, এবং তাহারও পূর্বের কংগ্রেস-পর্বেও যথাযথ রাজনৈতিক আনুগত্যই ছিল যে কোনও অন্যায় আচরণের ছাড়পত্র। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যায়না।পুলিশ-প্রশাসন সকলই ক্রমে রং বিচারে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই মানসিকতা কাটাইতে হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব দিতে হইবে। প্রদান করিতে হইবে তিনি শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীই নন, রাজ্যের সকল অংশের মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। এই অবস্থান নিশ্চিত করিতে পারিলে প্রকৃতপক্ষেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের হৃদয় সিংহাসনে শ্রদ্ধার আসনে পাইবেন।

রাজনৈতিক হিংসা যে কোনও সময়েই নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য। তাহা সর্বার্থেই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার, সংবিধানস্বীকৃত অধিকারের বিরোধী। কিন্তু, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এই হিংসা আরও দুইটি কারণে বর্জনীয়। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিভেদনীতির বিরুদ্ধে, সম্প্রীতির পক্ষে। সেই বিভেদ শুধু ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচিতির ভিত্তিতে নহে যে কোনও বিভেদই নিন্দনীয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলিতে দিলে রাজ্যবাসীর এই রায়ের অন্তর্নিহিত অনুজ্ঞার অসম্মান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গবাসী শান্তির পক্ষে ভোট দিয়াছে সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করিতে হইবে। যদি অশান্তি চলিতে থাকে, তাহাতে সেই শক্তিরই সুবিধা, যাহারা রাজ্যকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়া আসিতে দিতে চাহে না; যাহারা অস্থিরতাকে বাড়াইয়া রাজ্যে শাসনহীনতা প্রমাণ করিতে চাহে। মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিতে হইবে যে, নির্বাচন জয়েই তাঁহার যুদ্ধ শেষ হয় নাই। প্রতি মুহূর্তে বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকিবে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বিদেশ হইবে প্রকৃত দায়িত্ব। গোটা দেশবাসী প্রতীক্ষায় আছেন পশ্চিমবঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা কতখানি সম্ভব। ইহাই প্রশাসনের নিকট শান্তিকামী দেশবাসীর দাবি। জনগণের সেই বিশ্বাস এর মূল্যায়ন করাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের মুখ্য কাজ ।

"বাসে বেশি ভিড় নয়", আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : করোনা আবহে বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যজুড়ে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। লোকাল ট্রেন বন্ধের পাশাপাশি বাস মেট্রো পরিষেবাও অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। এরই মাঝে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের উদ্দেশ্য আবেদন করেন "বাসে বেশি ভিড় নয়"। লোকাল ট্রেন বন্ধের জেরে বাসে যাতে ভিড় না হয় সেই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও বলেন , "করোনা আবহে আগামী ১৫ দিনের জন্য সবাইকে সতর্ক করছি। লোকাল ট্রেন বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়বেন। কিন্তু বাসে ভিড় করবেন না। বিনামূল্যে রেশন যাতে সবাই পায় জেলাশাসকদের দেখতে বলা হয়েছ। ভিড় এড়াতে নিজের এলাকায় নজর রাখুক পুজো কমিটিগুলি। তিনি আরও বলেন, করোনা মোকাবিলায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার ও কোচবিহারে পিএসএ প্ল্যান্ট বসেছে। মেডিক্যাল কলেজে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। এর জন্য অনুমতি নিতে হবে না নবান্নের। করোনা মোকাবিলায় নার্সিংহোম ও হাসপাতালে ৪০ শতাংশ বেড বাড়াতে অনুমতি। জুট শিল্পে ১ শিফটে ৩০ শতাংশ কর্মী কাজ করবে"।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট চাইল রাজ্যপালের কাছে

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এজন্য অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের এক আধিকারিকের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের দল বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছে। ইতিমধ্যেই নবান্নে পৌঁছেছে চার সদস্যের ওই দল। সূত্রের খবর, হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে পারে ওই প্রতিনিধি দল। রাজ্য থেকে ফেরার পর ওই দল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট জমা দেবে বলেই খবর। প্রসঙ্গত, এর আগে বুধবার ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকারকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ওই বার্তায় বলা হয়, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে অবিলম্বে রিপোর্ট না পাঠালে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। নির্বাচনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের কর্মীরা আক্রান্তের শিকার হচ্ছেন। তা নিয়ে সম্প্রতি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে ফোন করে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য শপথ নেওয়ার দিনই রাজ্যে হিংসা এবং রক্তপাত থামানোর দাবিতে ধর্নায় বসেছিল রাজ্য বিজেপি। সেই ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। তার পরই তদন্তের জন্য দল গড়ে অমিত শাহের মন্ত্রক। এর পর রাজ্যপালের কাছ থেকেও রিপোর্ট চাইল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

"আগামী ১৫ দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে": সতর্কবাণী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না রাজ্যবাসীর। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বুধবারই তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেন তিনি বলেন,আগামী ১৫ দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে"। গত কয়েকদিন ধরেই দেশ তথা রাজ্য জুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে বাতিল করা হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। তবে রাজ্যবাসীকে আরও সতর্ক করতে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী ১৫ দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। ভয় দেখাচ্ছি না। সবাইকে সতর্ক করছি"। এরপরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, " পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে কৃষকদের নাম পোর্টালে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কৃষকদের ১৮০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ভোটের আগে এ কথা বলেছিলেন।

আমরা করব জয়

সুতীর্থ চক্রবর্তী

দে কোভিডের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। চার লক্ষের সীমা ছোঁয়ার পরই সংক্রমণের রেখাটি কিছুটা উল্টোমুখী হয়েছে। করোনা গ্রাফের এই নিম্নমুখী গতি স্থায়ী হবে কি না, সেটা পরের বিষয় কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এইটুকু ভরসাই এখন কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে । কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণের প্রবণতা কয়েক দিন ধরে কমছে। তাতেই দেশে সংক্রমণের রেখা কিছুটা নিম্নমুখী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকেই কয়েক দিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল এই মাসেই করোনার সংক্রমণ শিখর ছুঁয়ে ফেলবে।। হঠাৎ বিভিন্ন রাজ্যে সংক্রমণের প্রবণতা কমার ইঙ্গিত ছবিটা বদলে দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাদের সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এখন যত সংখ্যক লোক টেস্ট করাচ্ছে, তার অর্ধেকের বেশি পজিটিভ। যেটা গত বছর করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় ছিল না। তখনও সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে টেস্টের ৩০-৩২ ফেলেছে। সবাই মাস্ক পরছে। রাস্তাঘাটে বেরানোর ঝোঁক বেশ কম। ভীতি প্রবল। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও কিছু ঘটছে। যদিও পরিস্থিতি দিল্লির মতো নয়। আশা করি হবেও না নবান্নের তৎপরতা প্রশংসনীয়। অন্তত হাসপাতালের বেড ও অক্সিডেনের সংকট এই রাজ্যে ততটা তীব্র নয়।

করোনা যে ব্যাপকহারে ছড়িয়েছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। হঠাৎ করে প্রচুর মানুষ সংক্রমিত হওয়ায় চিকিৎসা পরিকাঠামোয় টান পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই স্বস্তির খবর আমাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে। গতবার একেবারে গোড়াতেই লকডাউন কোভিডকে ছড়াতে দেয়নি। আবার কোভিড ছড়ায়নি বলে 'হার্ড ইমিউনিটি' বা গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠার সুযোগও পাওয়া যায়নি। যেসব বেসরকারি টেস্টং ল্যাব করোনার আরটিপিসিআর পরীক্ষা করছে শতাংশের বেশি পজিটিভ হত না।

সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অর্থই হল, গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা তৈরি হয়ে যাওয়া গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করবে এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের দ্রুত বিদায় । ফলে যত দ্রুত গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা গড়ে উঠবে, তত মঙ্গল। ভ্যাকনিের সুফল তো রয়েইছে। কয়েক দিন আগে মার্কিন প্রেডিডেন্ট জো বাইডেন সেদেশের নাগরিককে জানিয়েছেন খোলা জায়গায় মুখে মাক না পরলেও চলবে। আমেরিকায় ৬৭ শতাংশ লোকের ভ্যাকসিনেশন হয়েছে ।তাতেই আমেরিকা মনে করছে যে, তাদের গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা এখন যে জায়গায়, তাতে মাস্ক না পরলেও চলে। কয়েক দিন আগে মাস্ক ত্যাগ করেছে ইজরায়েলও। ফলে করোনা যে বিদায় নিতে শুরু করেছে ,তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ওয়ার্ল্ডেমিটারে দেখা যায়, চিনে নতুন সংক্রমণ প্রায় নেই বললেই চলে ।চিন থেকে সব সংবাদ ঠিকঠাক আসে কি না তা নিয়ে অব্য সংশয় রয়েছে । চিন যদি পুরোপুরি করোনামুক্ত হতে পারে, তাহলে সেটা তো আশার জোগান দেবেই আমাদের দেশে ভ্যাকসিনেশন এত দ্রুত করা সম্ভব নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই ভ্যাকসিলেন ভাঁড়ার শূন্য ।ফলে সাধারণ পথে গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জনই করোনা মোকাবিলার শ্রেষ্ঠ উপায়।

দেশের কয়েকটি রাজ্যে পুরোপুরি লকডাউন। দু'সপ্তাহের উপর লকডাউন চলছে রাজধানীতে। আরও একসপ্তাহ সেখানে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে দেশে পূর্ণ লকডাউনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। সংক্রমণ বেলাগাম হলে সে পথে হয়তো দেগশের সরকার হাঁটবে। তবে পূর্ণ লকডাউনের পথে না হাঁটতে হলেই ভাল। রাজধানী দিল্লির টানা দু'সপ্তাহের লকডাউনের জের আমাদের রাজ্যে এসেও পৌঁছতে শুরু করেছে । বস্তুত , দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন ও নৈশ কারফিউয়ের জন্য পণ্য চলাচল ভীষণভাবে বিঘ্নিত হতে শুরু করেছে ওষুধের ক্ষেত্রেই আকাল দেখা দিয়েছে ওষুধ ব্যবসায়ীরা বলছে ,ওষুধ বোঝাই ট্রাক আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আরও কয়েক দিন এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বহু ওষুধ রাজ্যের বাজারে মিলবে না। এমন সংকট অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে।

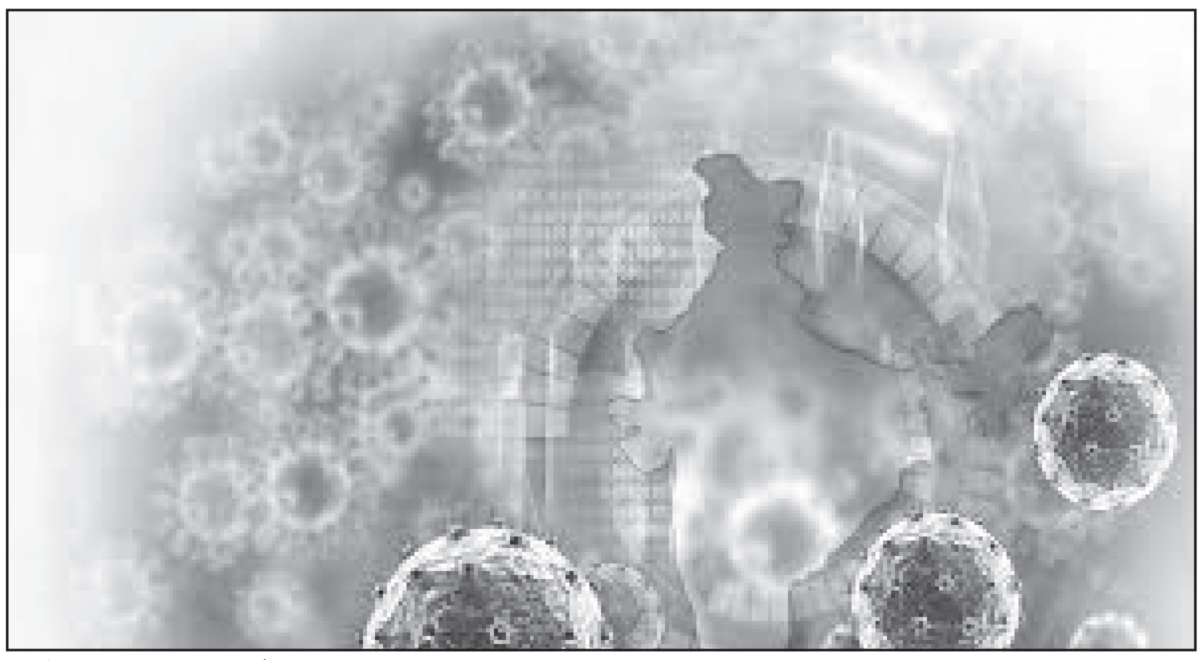

গত বছর লকডাউনের সময় যখন দেশের জিডিপি হু হু করে পড়ছিল, তখন আমরা আশায় বুক বাঁধছিলাম ২০২১- এর কথা চিন্তা করে নতুন অর্থবর্ষে দেশ ঘুরে দাঁড়াবে এই স্বপ্ন ছিল চোখে। আমরা ভেবেছিলাম করোনা ততদিনে চলে যাবে। ভাইরাসসটা সব অঙ্ক গোলমাল করে দিয়েছে এবার লকডাউনে যদি অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে হয় তাহলে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে আপাতত কড়া বিধিনিষেধও আংশিক লকডাউনের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি উতরে যেতে পারলে তা অর্থনীতির পক্ষে কিছুটা স্বস্তির হবে। সেই পথেই সরকার চিন্তাভাবনা করুক সংক্রমণের প্রবণতা কমে আসার খবর এক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক ঘটনা আমরা প্রার্থনা করি এই আশাই সত্য হোক।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভ্যাকসিন, চরম ভোগান্তির মধ্যেও পরম প্রাপ্তি....

নারায়ণ দাস

করোনার বিরুদ্ধে প্রতিষেধকের দ্বিতীয় ডোজ নিলাম। আমি এখন নিজেকে বাগ্যবান মনে করছি। এই কাজে পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে সাহায্য করল আমার অতি কাছের প্রিয়জন। তাদের প্রাণপণ চেষ্টা না থাকলে আমার এই প্রতিষেধক নেওয়া সম্ভব হত না। তারাই এই গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ সহ্য করে ভ্যাকসিনের সেন্টারের সামনে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে লাইনে ঘন্টার পর ঘণ্টা আমার জন্য লাইন রক্ষা করল। লাইনে অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন মধ্যরাত থেকে। সঙ্গে খাবার জলের বোতল। বাড়ির কোনও তরুণ সদস্য প্রথমে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন, তারপর তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে আর একজন কময়সী গিয়ে তার জায়গা নিচ্ছেন। তারপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন যিনি প্রতিষেধক নেবেন—বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটি। সারাদিন এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লাইন রক্ষা করার পরও মিলছে না বয়সের ভারে ক্লান্ত মানুষটির জন্য ভ্যাকসিন। কিন্তু কেন ? বলে দেওয়া হল আজ প্রতিষেধক যা এসেছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল প্রতিষেধক এলে আবার তা দেওয়া হবে। তাহলে ভাবুন, সারাদিন অপেক্ষা করে ভ্যাকসিনের আশায় থেকেও তা মিলল না। সরকারের মুণ্ডুপাত করে তারা ফিরে গেলেন। জানিয়ে গেলেন আগামকীল কথামতো ভ্যাসকিন না মিললে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। কোথাও কোথাও প্রতিষেধক না পেয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখাচ্ছেন মানুষ। টিকা কেন্দ্রে সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাদের মধ্যে চলেছে বচসা, বিতর্ক—প্রায় খণ্ডযুদ্ধের অবস্থা। লাইনে দাঁড়িনো সামনের মানুষকে বলে কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলেন, ফিরে যখন এলন তখন আর তাঁকে তাঁর জায়গায় দাঁড়াতে দিচ্ছে না। চরম অব্যবস্থা। চাহিদা মতো ভ্যাকসিনের জোগান কম থাকার কারণে এই ধরনের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ চুপচাপ। আর প্রচণ্ড ভিড়ের মধেও ধাক্কাধাক্কি বচসার মধ্যে করোনা বিধি মানা শিকেয় উঠছে। দূরত্ব রক্ষা করার তো কোনও প্রশ্নই নেই।

একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা প্ল্যানিংয়ের অভাবে ভাল কাজের সুবিধে থেকে মানুষ কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, কীভাবে তাদের দুর্ভোগ, যন্ত্রণা বাড়ছে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর প্রতিষেধক দেওয়া হবে বলেই কর্তব্য শেষ করে ফেলছে। কোন সেন্টারে কত প্রতিষেধক যাবে, কত মানুষ তা পেতে পাড়ে, তার একটি নির্দিষ্ট প্ল্যানিং নেই। যার ফলে প্রতিটি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের সামনে হাজার হাজার মানুষ প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। যাঁদের কপাল ভাল, তাঁরা ভ্যাকসিন নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপের মধ্যেও প্রশান্তির হাসি নিয়ে। আর যাঁরা পেলেন না, তাঁদের জন্য পরের দিনের দুর্ভোগ জমা রইল। এখন মারণ করোনার হাত থকে মানুষের বাঁচার তাগিদ বাড়ছে। সংক্রমণের এই দ্বিতীয় ঢেউ এভাবে থাবা বিস্তার করবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা হেলাভরে দেখেছে। যা প্রমাণ করে দূরদর্শিতার কত অভাব।

করোনার ছোবল আরও ভয়ঙ্করপ হল নির্বাচনে প্রচারের সময়। করোনা নিয়ন্ত্রণ বিধি, নিয়মনীতি যা ছিল, তা উড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ জনসভায় যোগ দিলেন। কারোর মুখে মাস্ক নেই, সুতরাং সংক্রমণ তার থাবা বিস্তার করতে শুরু করল। কেউ গুরুত্ব দিয়ে তা দেখল না। নির্বাচন কমিশন সব দেখেও নির্বিকার রইল। সরকারও কমিশনের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নীরব দর্শক সেজে রইল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর হাতে স্বাস্থ্য দফতর তিনিও এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে কোথায় প্রয়োজনীয় পদফেপ নেবেন, তা না করে দলের হয়ে প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে মগ্ন রইলেন। আর করোনা ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিতে লাগল।

প্রথম যখন করোনার প্রকিষেধক দেওয়া শুরু হল তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। অপরদিকে করোনার আক্রমণও আস্তে আস্তে কমে আসছে। বেশ কয়েকদিন ২৪ ঘণ্টার রাজ্য করোনার কামড়ে মৃত্যুহীন, সংক্রমণের সংখ্যাও কমে এসেছে, দাঁড়াল প্রায় দেড়শোর ওপর। তাই ভ্যাকসিন সেন্টারগুলিতে প্রায় মানুষকে ডেকে এনে ভ্যাকসিন নেওয়ার উপকারিতা বুঝিয়ে তা নিতে রাজি করানো হত। মানুষের অনীহাক অন্যতম কারণ হল প্রতিষেধকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। দু-একজন ভ্যাকসিন গ্রহীতার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এত বেশি হল যে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল। এই খবর সংবাদমাধ্যমে প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক নেওয়ার আগ্রহ তখন তেমন দেখা যায়নি। এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই যখন প্রতিদিন সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করল। বাড়তে থাকল মৃত্যুর সংখ্যাও।

এখন অবস্থা প্রায় হাতের বাইরে চলে গেছে। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। বিপদ দেখা গেল অন্যত্র। হাসপাতালে শয্যার অভাব, বেড না পেয়ে রোগী ফিরে যাচ্ছে। তারই সঙ্গে যোগ হল অক্সিজেনের ক্রাইসিস। অক্সিজেন না পেয়ে, মানুষ বাড়িতেই মারা যাচ্ছে, সে এক ভয়ানক চিত্র। আর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে, প্রাণ বাঁচাতে উদভ্রান্তের মতো প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য ভ্যাকসিনের সেন্টারের সামনে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, কারোর প্রতিষেধ জুটছে, আবার প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আশাহত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

আমি ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজটি নিয়েছিলাম বারাকপুর বি এন বোস হাসপাতালে। তখন ভিড় ছিল না, অনায়াসে ভ্যাকসিন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ছয় সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজের সময় যখন এল তখন এই হাসপাতালে প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষের লম্বা লাইন। কেউ ভ্যাকসিন নিয়ে ফিরছেন, সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে । সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। প্রতিষেধকের চাহিদা এত বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষ যাতে ভ্যাকসিন পান, তা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অনেককেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ও ভ্যাকসিন না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হচ্ছে। সম্প্রতি বাগচি পাড়ায় স্থঅনীয় পুরসভার হেলথ সেন্টার ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না কবে কবে দেওয়া হবে তা নিয়েও ধোঁয়াশা। এখানেও হাজার মানুষের ভিড়। মানুষ পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে ভ্যাকসিনের জন্য। এই অঞ্চল আর কোথাও ভ্যাকসিন দেওয়ার হচ্ছে না। আবার নতুন নিয়মে আগে কুপন সংগ্রহ করে তবে প্রতিষেধক পাওয়া যাবে।

আমার পক্ষে, আশির ঊর্ধ্বে বয়সে বি এন বোস হাসপাতালে এই মারাত্মক ভিড়ে, ঘেঁষাঘেঁষি করে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ভ্যাসকিন নেওয়া একেবারেই সম্ভব নয় বলে এই হাসপাতালের সুপার ডা. সনদীপ্ত ভট্টাচার্যকে টেলিফোন করে, আমার পরিচয় দিয়ে, জানতে চাইলাম, প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতিষেধক নেওয়ার স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা? ডা. ভট্টাচার্য সহানুভূতির লেশমাত্র না দেখিয়ে বললেন, সবাই সব বয়সীরাই তো লাইন দাঁড়িয়ে কূপন সংগ্রহ করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকদের নজ্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই।

তখন ভাবলাম, বয়সটাই যখন আমার এভাবে কুপন সংগ্রহ করার প্রধান বাধা, তখন প্রতিষেধক নেওয়ার আর দরকার নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে কুপন সংগ্রহ করার ঝুঁকি ছিল, বিশেষ করে যখন জানা গেল লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় থাকার ফলে দু'জন প্রবীণ মানুষ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। এই খবর শুনে আমি প্রতিষেধক নেওয়ার আশঅ ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রিয়জনরা শেষ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করায়, দ্বিতীয় সেন্টার থেকে প্রতিষেধক নেওয়া সম্ভব হল। আমার মতো অনেকেই হাসপাতালে এসে লাইনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু করোনার ছোবল থেকে রক্ষা পেতে তাঁরাও যে উদগ্রীব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নাম দেখে অতিরিক্ত সাহায্য করবেন না মায়ের অসুস্থতায় আর্জি অরিজিৎ সিংয়ের

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অরিজিৎ সিং-এর মা। ফেসবুকে এক স্বেচ্ছাসেবীর পোস্টের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল, এ নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন তাঁর। বিরল রক্তের গ্রুপ হওয়ায়, সাহায্য পেতে পোস্টেই জানানো হয়েছিল গায়কের পরিচয়। অবশেষে মিলেছে রক্ত। সোশ্যাল মিডিয়াতেই সকলকে ধন্যবাদ জানালেন অরিজিৎ সিং। সেইসঙ্গে বার্তা দিলেন, সবার পাশে থাকার। করোনা পরিস্থিতিতে রক্ত ও অক্সিজেনের খোঁজ পেতে অনেকেই ফেসফুক ব্যবহার করছে। বাদ যাচ্ছেন না তারকারাও। সৃজিত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, বীরসা দাশগুপ্ত সহ একাধিক তারকারা অবিরত শেয়ার করে যাচ্ছেন প্রয়োজনীয় নম্বর। তাঁদের ফেসবুক প্রোফাইল উপচে পড়ছে অক্সিজেন, খাবার ও রক্ত সংক্রান্ত তথ্যে। দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অরিজিৎ সিং-এর মা। গতকাল রাতে একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে ছড়িয়ে পড়ে খবরটি।অরিজিৎ সিংয়ের মায়ের অসুস্থতার খবর পেতে চেষ্টা করেছিলেন সৃজিত-স্বস্তিকারাও। তাঁদের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে অরিজিৎ সিং-এর পরিচয় দিয়েই রক্তের সন্ধান চেয়েছিলেন তাঁরা। শেষ অবধি মেলে রক্তের সন্ধান। বৃহস্পতিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানান গায়ক। কলকাতার বাইরে রয়েছেন তিনি আপাতত। অরিজিতের সেই পোস্টে তাঁর মায়ের সুস্থতা কামনা করে কমেন্ট করেছেন অনুরাগীরা। সেখানে অরিজিৎ লিখেছেন, ''যাঁরা আমায় সাহায্য করতে চাইছেন, তাঁদের অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার যশ বা খ্যাতির জন্য কিছু করতে যাবেন না। এখন খুব জরুরি মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারও একার পাশে নয়।"

সামাজিক মাধ্যমে সচরাচর নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেন না অরিজিৎ। তবে এই কঠিন সময়ে তাঁর মাকে সাহায্য করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি গায়ক। তার সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা। কিছুদিন আগেই একটি পোস্টে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য প্লাজমা দানের অনুরোধ করেছেন গায়ক। তবে মায়ের অসুস্থতার কারণ এখনও প্রকাশ্যে আনেননি অরিজিৎ।

করোনা আক্রান্ত আসারাম বাপু ,ভর্তি হাসপাতালে

যোধপুর, ৬ মে (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত ধর্মগুরু আসারাম বাপু । ধর্ষণ মামলার অভিযোগে যোধপুরের জেলে বন্দী থাকাকালীন আক্রান্ত হন তিনি। বুধবারই তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে । তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে যোধপুরের মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালের আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছে । কিছুদিন আগে তাঁর শরীরে করোনার মৃদু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল । এরপরই তাঁর করোনা পরীক্ষা করানো হলে বুধবার সন্ধ্যায় রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কো-অর্ডিনেটর

কলকাতা, ৬ মে (হি.স.) : ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা হানা দিচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে রাজনীতিবিদদের শরীরেও। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কো অর্ডিনেটরের।

রাজ্য জুড়ে হু হু করে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে কিছুদিন আগেই শোনা যায় বরো পাঁচের বিদায়ী চেয়ারম্যান তথা ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কো অর্ডিনেটর অপরাজিতা দাশগুপ্ত করোনো আক্রান্ত হন। গত ১৭ এপ্রিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন করোনা আক্রান্ত হয়ে। এরপর সেখান থেকে বেলভিউতে ভর্তি করা হয় তাকে। মঙ্গলবার রাতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় তার। এরপরেই এদিন বেলভিউ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

মেদিনীপুরে আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সরব বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে এসে পশ্চিম মেদিনীপুর আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। সেখানে তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালালো এক দল দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালাল এক দল দুষ্কৃতী। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। এই ঘটনায় এবার গর্জে উঠলেন বিজেপি নেতারা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর বলেছিলেন, "রাজ্যের নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কাউকে আইন ছাড়বে না।" তবে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করার পরও ২৪ ঘন্টা কেটে গেল, তাও রাজ্যের সংঘর্ষ কমছে না। উল্টে ভোটের ফল প্রকাশের পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে পশ্চিম মেদিনীপুর এসে আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে এদিকে দিলীপ ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে নির্বাচনের পর ঘটতে থাকা সংঘর্ষ থামানোর কোনও প্রয়াসই নেই। আমাদের কর্মীদের খুন করা হচ্চরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়িতে ইট মারার ঘটনা ঘটল।"

বিজেপির তরফে জয়প্রকাশ মজুমদার অভিযোগ করেছেন, "সংঘর্ষ কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। এর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থি তি ঠিক আছে।"

বাবুল সুপ্রিয় কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর গাড়ির ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, "রাজ্যের নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনা রুখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যর্থ।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "এটা রাজ্য নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাস। যে রাজ্যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর নিরাপত্তা নেই, সেই রাজ্যয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে যে হুমকি দিয়েছিলেন এটা তারই জের। পুলিশ কী করছে?"

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগে আমরা একই রকম ভাবে ২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা-র গাড়ির ওপর হামলার ঘটনা দেখেছিলাম। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বৃহস্পতিবার আবার দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুরে।

ঝাড়গ্রামে খুন বিজেপির কিষান মোর্চার অঞ্চল প্রমুখ, অভিযুক্ত তৃণমূল

ঝাড়্গাম, ৬ মে (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় এবার ঝাড়গ্রামে খুন বিজেপির কিষান মোর্চার অঞ্চল প্রমুখ। তাকে মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমুলের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পরেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।তৃণমুল দাবি করেছে এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোন সম্পর্ক নেই। পুরোটা বিজেপির গোষ্ঠী কন্দোল।

বুধবার জমাবনি থানার দুবড়া অঞ্চলের খাটখুড়ার কাছে মহুয়া চক এলাকায় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিজেপির দুবড়া অঞ্চলের কিষান মোর্চার প্রমুখ কিশোর মান্ডি(২৮) নামে এক যুবককে রক্তাক্ত গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা।ওই যুবকের বাড়ি দুবড়া অঞ্চলের ভাদুই গ্রামে। জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসা চালার কিছু সময় পরেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়।আর এই ঘটনার পরেই বিজেপি সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূলের দিকে।বিজেপির দাবি মাহুয়া চক এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে তৃণমূলের একটি দল রয়েছে।সেই দল থেকেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করছে বিজেপি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে নিহত কিশোর মান্ডির বাবা বিজয় মান্ডি খড়্গাপুরে রেলের ওয়ার্কশপে কাজ করেন।কিশোর প্রতিদিনই তার বাবাকে বাইকে চাপিয়ে ঝাড়গ্রামের স্টেশনে নিয়ে আসেন ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য।আবার রাতে বাইক নিয়ে যান বাবাকে ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে নিয়ে আসার জন্য।বুধবার সাড়ে ছটা থেকে সাতটা নাগাদ কিশোর ঝাড়গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেড়িয়েছিলেন।বাইক নিয়েই যাচ্ছিলেন ঝাড়গ্রামের দিকে।খাটকুড়া এলাকার কাছে মহুয়া চকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।বিজেপির অভিযোগ ওই মহুয়া চকে তৃণমূলের লোকজন কিশোরকে একা পেয়ে ভাড়ি অস্ত্র দিয়ে মাথায় তীব্র আঘাত করে হত্যা করেছে।তাকে গুরুতর জখম করে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়।স্থানীয় মানুষ জন বিষয়টি জানার পরেই তাকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে আসে। নিহত কিশোররে ভাই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন তার দাদা দুর্ঘটনায় জখম হয় নি।তাকে হত্যা করা হয়েছে।এদিন বিকেল পর্যন্ত জামবনি থানায় কোন অভিযোগ দায়ের হয় নি।যাদি বিজেপির দাবি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামে আসার পর থানায় অভিযোগ করা হবে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুরে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে যখন তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছিল তখনও এই দুবড়া অঞ্চলে তৃণমূল উনসত্তরটা ভোটে বিজেপির থেকে এগিয়ে ছিল।২০১৮ সালে তৃণমূলের নেতা চন্দন ষড়ঙ্গী খুনের ঘটনার পর বড় কোন অশান্তির ঘটনা ঘটেনি।তৃণমূল দুবড়া অঞ্চলে তাদের সংঠন আগের থেকেও মজবুত করেছে।এবার বিধানসভা ভোটে ১৭৯০ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল জিতেছে বলে দাবি করা হয়েছে।জঙ্গলমহলে নির্বাচন হয়েছে শান্তীপূর্ন ভাবেই হয়েছে।কোন অশান্তীর ঘটনা ঘটেনি।এই অঞ্চলেও ঘটেনি।তাই তৃণমূল দাবি করেছে তাদের জেতা অঞ্চলে পুরোপুরি শান্তি বজায় আছে। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি প্রসুন ষড়ঙ্গী এবং রাজ্য যুব তৃণমূলের সহসভাপতি ,বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন " আমাদের এলাকায় শান্তিপূর্নভাবে ভোট হয়েছে।ওই অঞ্চলে তৃণমূল বিপুল ভোটে জিতেছে।ওই এলাকায় শান্তি রয়েছে।এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।বিজেপির নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দল থেকে এই ঘটনা ঘটেছে।তৃণমূলের সাথে কোন যোগযোগ নেই।"

অন্যদিকে বিজেপির জামবনি মন্ডলের সভাপতি ভীম সোরেন বলেন " তৃণমূলের লোকেরা আমাদের অঞ্চল কিষান মোর্চার প্রমুখ কিশোর মান্ডিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। আমরা থানায় অভিযোগ করব দেহ ময়না তদন্ত হয়ে গ্রামে ফিরে এলে।"

হাফলঙে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত আরও ৩৩ জন

হাফলং (অসম) ৬ মে (হি স) করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বৃহষ্পতিবার হাফলঙে প্রান কেড়ে নিল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সকালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে নর্থ বাগেটারের ৭৭ বছরের এক বৃদ্ধের। থুংলুর সাইলো নামে এক ব্যক্তি গত ২৮ এপ্রিল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটায় মৃত্যু ঘটে ওই বৃদ্ধের।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সমগ্র রাজ্যে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত থাকার সময় ডিমা হাসাও জেলায় কোনও রোগীর মৃত্যু ঘটেনি তবে বৃহস্পতিবারএই প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে হাফলঙে। এদিকে এদিন দুপুরে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত ব্যাক্তির সৎকার করা হয় ধর্মীয় রীতি মেনে। এদিকে আজ ডিমা হাসাও জেলায় রেকর্ড সংখ্যক মোট ৩৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ২৫৩ হয়েছে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার একজন রোগীর মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি মোট ৮০ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে ৩১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এবং ১৩৮ জনকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে। এবং ৩ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়েছে গুয়াহাটিতে। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে করোনা সংহারি রূপ ধারন করলে ও একাংশ লোক সরকারি নিয়ম নীতি মেনে না চলায় এবার কঠোর হয়েছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। নৈশ কার্ফু আমান্য করীদের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

মনোনয়নপর্বে খবর হওয়া নির্দল প্রার্থীদের হাল কী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : কেউ দলের মূল প্রার্থী হতে না পেরে গোঁজ প্রার্থী হয়ে খবরে এসেছিলেন। কেউ বা ভোট চলাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছোটাছুটি করে এসেছিলেন খবরের শিরোনামে। ফলাফল প্রকাশের পর তাঁদের খোঁজ কি রেখেছি আমরা?

সদ্য বিধানসভা ভোটের আগে কিছু ক্ষেত্রে এ রাজ্যে নানাভাবে খবর হয়েছেন নির্দলরা। যেমন মালদার রতুয়া। অনেকের অনুমান ছিল সেখানে 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা নেবেন ওই কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী তথা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া দাপুটে নেতা মহম্মদ ইয়াসিন শেখের স্ত্রী পায়েল খাতুন। পায়েল আবার তৃণমূলের দখলে থাকা মালদহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। ফলে তৃণমূলের দখলে থাকা ওই কেন্দ্রে রাজনীতির স্রোত শেষ পর্যন্ত কোন খাতে বইবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পায়েল খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। ভোট পেয়েছেন ৮ হাজার ৬২৮ (৩.৯৪)। ওই কেন্দ্রে বাকি তিন নির্দল প্রার্থী পেয়েছেন আরও কম ৫৭১, ৮৫৬ এবং ১ হাজার ৩৮৭। পুরুলিয়ায় জয়পুরে স্ক্রুটিনিতে ত্রুটি থাকায় তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল কুমারের মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বদলে নির্দল প্রার্থী দিব্যজ্যোতি সিংহদেওকে সমর্থন করে তৃণমূল। পুরুলিয়ার সভা থেকে এই ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের শাসক দলের সমর্থন পেয়েও তিনি পান তৃতীয় স্থান বিজেপি ও কংগ্রেসের পর। দিব্যজ্যোতি সিংহদেও পান ৩৫ হাজার ৪২৯ (১৭.৪৭)। ওই কেন্দ্রের বাকি তিন নির্দল প্রার্থীর ঝুলিতে পড়েছে ঢের কম ভোট ১ হাজার ৪১৯, ১ হাজার ৯৮০ এবং ১ হাজার ১৬৯।

এবার মনোনয়নপর্বে খবরে এসেছেন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের নির্দল প্রার্থী নাসির শেখও। এলাকার দাপুটে নেতা, সম্পন্ন ব্যবসায়ী নাসির ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য। একসময়ে তৃণমূলে ছিলেন। ভোটের মাস দেড় আগে টিকিটের আশায় কংগ্রেসে আসেন। টিকিট না পেয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে চ্যালেঞ্জ করে নির্দল প্রার্থী হন। নাসির এবার পেয়েছেন ১৬ হাজার ২৪৪ ভোট।

এ রকমই এবারের ভোটে আর এক নির্দল প্রার্থী ছিলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের মনোরঞ্জন দাস। ২৬ বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন। এরপর বিজেপি করতেন। জেলায় যুব মোর্চার সহ সভাপতি ছিলেন। বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হন। রীতিমত ডিজে, ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিল বের করে চাঁচল মহকুমা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান মনোরঞ্জন। কিন্তু ভোট পেয়েছেন সামান্য।

২০১৬-র বিধানসভা ভোটে মুরারইয়ের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন আলি খান। মাত্র ২৮০ ভোটে হেরে যান তৃণমূলের আব্দুর রহমানের কাছে। এর পরেই আলি যোগ দেন তৃণমূলে। লক্ষ্য ছিল এবারের ভোটের টিকিট। সেটা না পেয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে যান নির্দল প্রার্থী হিসাবে। তিনিও ভোটের ফলাফলে প্রায় ভেসে গিয়েছেন। এবার চাকদায় ভোটের দিন নির্দল প্রার্থী কৌশিক ভৌমিককে নিয়ে খুব হইচই হয়। রামলাল অ্যাকাডেমির আমনে ওয়ান শটার বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ধরা পড়েন তিনি। আগে সিপিএম করতেন। পরে বিজেপি-তে নাম লেখান। কিন্তু বিজেপি ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষকে। রেগেমেগে নির্দল প্রার্থী হয়ে যান কৌশিক। উনি পেয়েছেন মাত্র ৪৬৮ (০.২২) ভোট।

'পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচ'-এর কর্ণধার, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ডঃ উজ্জয়িনী হালিম বিশ্লেষণ করেছেন নির্দল প্রার্থীদের। তাঁর কথায়, "এবারের নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ২১৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে ৬০৯ জন নির্দল প্রার্থী। এঁদের ১ জন জয়ী হয়েছেন। নির্দল প্রার্থীরা ৩.৬৬ ভোট পেয়েছেন, যা এ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বাম গোষ্ঠীর সিপিএম বাদ দিলে কোনও দল এবং জাতীয় কংগ্রেস পায়নি। এবারের বিজয়ী নির্দল প্রার্থী রুদেন সদা লেপচা কালিম্পং এর কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন।

দলের প্রার্থীদের পাশাপাশি যখন আমরা নির্দল প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করি, তখন সেখানেও অর্থ ও পেশী শক্তির প্রাধান্য প্রায় সমান। আমাদের বিশ্লেষণ বলছে ১-৮ দফায় লড়া নির্দল প্রার্থীদের ১০ র বিরুদ্ধে নানা ফৌজদারি মামলা ছিল যার মধ্যে ৯ ই গুরুতর মামলা। অর্থবলেও এরা বলীয়ান, মোট ৩২ জন (৫) নির্দল কোটিপতি প্রার্থী এবারে নির্বাচন লড়েছেন।

এবার ৮ দফায় প্রথম তিন উচ্চ সম্পদশালী প্রার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন নির্দল প্রার্থী শামসুল হুদা লস্কর, ইনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এঁর মোট ঘোষিত সম্পদ ৪৩ কোটি টাকার বেশি। অন্যদিকে ঘোষিত দায়/দেনার দিক থেকে প্রথম তিনজন প্রার্থীদের মধ্যেও ছিলেন একজন নির্দল প্রার্থী, রুদেন সদা লেপচা, ইনি কালিম্পং এর কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। তাঁর সম্পদ ১৮ কোটি টাকার বেশি ও দায় /দেনা ১২ কোটি টাকার বেশি। অন্যদিকে কম সম্পদের নিরিখে প্রথম তিনজন প্রার্থীদের মধ্যে ২ জন ছিলেন নির্দল। এঁরা হলেন নৌসার আলি মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙরে দাঁড়িয়েছিলেন আর কলকাতা উত্তরের প্রার্থী কুশ মাহালি, ইনি কাশিপুর বেলগাছিয়া কেন্দ্রতে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেরই ঘোষিত সম্পদ ৫০০ টাকার সামান্য বেশি।"

মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভায় তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য তথা নির্দল হিসেবে বিধায়ক পদের প্রার্থী ছিেন দাপুটে মহিলা নেত্রী সৈয়দ রাফিকা সুলতানা। তাঁর অশ্লীল "সুপার ইম্পোজড" ছবি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, ওই যাবতীয় অশ্লীল ছবি 'খয়রামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য' নামের তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত সদস্যের তৈরি করা গ্রুপ থেকে ভাইরাল করা হয়। খোদ নির্দল প্রার্থী সৈয়দ রাফিকা সুলতানাই এই কথা বলেন। ঘটনা নিয়ে জল অনেক ঘোলা হয়। ফলাফলে দেখা গেল রফিকা পেয়েছেন ৪ হাজার ১৮৯ (১.৮৯) ভোট।

মানিকচক কেন্দ্রে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসার পরে এবার বিজেপির প্রার্থী করা হয় গৌরচন্দ্র মণ্ডলকে। এনিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন দলের অনেকেই। সেই আপত্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। এরপরই রাগে, অভিমানে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন একাধিক বিজেপি নেতা। এর জেরেই অস্বস্তি বাড়ে গেরুয়া শিবিরে। সে সময়ে দুটি ফোন কলের রেকর্ডিং ভাইরাল হয়। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয় একটি ফোনকলের একপ্রান্তে ছিলেন মানিকচকের নির্দল প্রার্থী ডালিম মণ্ডল ও অপর প্রান্তে বিজেপি নেতা অভিজিৎ মিশ্র। সেই কলে ডালিম মণ্ডলকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য ২ লক্ষ টাকার টোপ দেওয়া হয় বিজেপি নেতার তরফে। দাবি করা হয় এমনটাই। অন্যদিকে অপর একটি ফোনকলের একপ্রান্তে ছিলেন নির্দল প্রার্থী অনিল মণ্ডল ও অপর প্রান্তে বিজেপির মালদহ জেলা সভাপতি গোবিন্দ মণ্ডল। সেই ফোনে বার বার কথা বলতে চাইছিলেন বিজেপি নেতা। কিন্তু এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন নির্দল প্রার্থী।

প্রশ্ন ওঠে, তবে কি স্নায়ুচাপ সামলাতে না পেরেই একেবারে নির্দল প্রার্থীদের ফোন করে বসলেন বিজেপি নেতৃত্ব? ডালিম মণ্ডলকে ফোন করা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ওটি ভুয়ো অডিও। অন্যদিকে অন্য ফোন প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি অভিমান ভাঙাতেই ফোন করা হয়েছিল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত ডালিম ও অনিল ২ হাজার ৭৪৩, ৬৫১।

তবে, দল ছেড়ে নির্দল হয়ে আলোড়ণ জাগিয়েছিলেন নান্টু পাল. আশির দশকে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে এসএফআইয়ের হাত ধরে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ। দাপট ছিল প্রথম দিন থেকেই। কমার্স কলেজে তখন ছাত্র পরিষদের দাপট। নান্টু ছিলেন বিরোধী শিবিরের সিআর। ১৯৮৮ সালে প্রথমবার সিপিএমের টিকিটে পুর ভোটে দাঁড়ান তিনি। জয়ীও হন। তারপর থেকে দল বদলালেও কাউন্সিলর নির্বাচনে হারেননি তিনি। ছিলেন বরো কমিটির চেয়ারম্যান। প্রাক্তন পরিবহন এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ২০০৪ সালে সিপিএম ছেড়ে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ২০০৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে শিলিগুড়ি আসনে দাঁড়িয়েছিলেন নান্টু পাল। হেরে যান অশোক ভট্টাচার্যের কাছে।

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তৃণমূলের শিলিগুড়ি বিধানসভা কমিটির চেয়ারম্যান ও উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। ছিলেন দল এবং লিগ্যাল সেলের সদস্যও। ভোটের টিকিট না পেয়ে সব পদ থেকেই পদত্যাগ করলেন। তার আগে গত ১০ মার্চ সকালে এসজেডিএ"র ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২০২০ সাল থেকে ওই পদে ছিলেন। নির্দল প্রার্থী হিসাবেই শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-র হয়ে ভোটে লড়েন। পান মাত্র ৬৪৯ ভোট।

পশ্চিমবঙ্গের হিংসার হাত থেকে রেহাই পেলেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও

মেদিনীপুর, ৬ মে(হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে এবার আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্যে ভোটের ফল প্রকাশের পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে এসে এবার পশ্চিম মেদিনীপুর এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। সেখানে তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালাল এক দল দুষ্কৃতী। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে হিংসা, খুনোখুনির ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নে এসেছে কেন্দ্রীয় টিম। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সেই টিমের যখন বৈঠক চলছে তখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনা ঘটল মেদিনীপুরে। বৃহস্পতিবারন মেদিনীপুরের পাঁচকড়ি এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরন। এদিন সকালে মেদিনীপুর থেকে ঘাটাল যাওয়ার পথে কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত পাঁচখুরি এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন মুরলীধরণ। অভিযোগ, ইট ছুড়ে, বাঁশ দিয়ে মেরে ভাঙচুর করা হয়েছে তাঁর গাড়ি। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাও। তিনি আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর গাড়ির চালকও।

এই ঘটনায় জন্য তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, "কোনও জায়গায় বিরোধীরা হেরে গিয়ে হতাশ হয়ে কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে। কিন্তু এখানে জেতার পর শাসক দলের লোকজন অত্যাচার করছে। মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে।" যদিও এই ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেছেন, "আমাদের কেউ এই কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। ভোটের পরই এলাকা শান্তই রয়েছে। কিন্তু বিজেপি-র নেতারা এসে প্ররোচনা ছড়িয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে।" রবিবার ভোট গণনার দিন থেকেই রাজ্যের একাধিক প্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরদিন থেকে সংঘর্ষের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তৃণমূল বিজেপি হাতাহাতির খবর আসতে থাকে বারবার। বিরোধীদের অভিযোগ, ফল প্রকাশের পর থেকেই বল্গাহীন সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসক দল তৃণমূল। কোথাও পার্টি অফিসে ভাঙচুর করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কর্মীদের মারধর করছে। এমনকি ইতিমধ্যে খুন হয়েছেন বহু দলীয় কর্মী। সেই সঙ্গে হাত পড়ছে মহিলাদের গায়েও। একাধিক স্থান থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্নে জোড়া চিঠি পাঠিয়েছে নর্থব্লক। প্রথম চিঠির জবাব না দেওয়ায় দ্বিতীয় চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভল্লা লিখেছেন, গত ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। তারপর থেকেই রাজ্যে হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে। বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। উঠেছে খুনের অভিযোগও। এই ব্যাপারে রিপোর্ট চেয়ে ৩ তারিখে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিন্তু আজ অবধি কোনও রাজ্যের তরফে কোনও রিপোর্ট পেশ করা হয়নি বলেই অভিযোগ। স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, "প্রথম চিঠির উত্তর পাইনি। এটা আমার দ্বিতীয় চিঠি। মনে করিয়ে দিতে চাই রাজ্যে যে হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ না করা হলে বিষয়টা আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।" এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলা ঘটে গেল রাজ্যে।

"হিংসায় নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা সাহায্য": ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ৬ মে (হি স): করোনা আবহের মাঝেই পালিত হয় একুশের ভোট। বিধানসভা ভোটের পরও ফের ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল সরকার। বুধবারই তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে "হিংসায় নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা সাহায্য"-র ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একুশের বিধানসভা ভোট চলাকালীন এমনকি ভোটের ফল বেরোনোর পরও বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের আহত হওয়ার নিহত হওয়ার খবর মিলেছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘোষণা বলেন, "ভোট পরবর্তী হিংসায় যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য। যে দলের কর্মী খুন হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য। যেখানে বিজেপির আসন বেশি পেয়েছে সেখানে গুন্ডামি বেশি হচ্ছে। অর্ধেক বিজেপি ও অর্ধেক তৃণমূল কর্মী মারা গেছেন। সংযত হোক বিজেপি। মানুষের রায় মেনে নিন। বিজেপি ফেক ভিডিও ছড়াচ্ছে।মিথ্যা কথা রটানো হচ্ছে। বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করছে বিজেপি"।

এরপরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চার প্রতিনিধির দল আসা প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, "কোচবিহারে গুণ্ডামি একটু বেশি হচ্ছে। উদয়নের হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গুণ্ডামিতে বেশি উস্কানি দিচ্ছে বিজেপি। অ৬ মে(হি.স.) :ক্সিজেন, ভ্যাকসিন নেই তখন কেন্দ্রীয় দল আসে না। দিল্লির দাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় দল আসে না। কেন্দ্রীয় দল আসতেই পারে। কিন্তু কেউ এলে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করতে হবে। বাংলার বাইরে থেকে কেউ এলে আরটিপিসিআর পরীক্ষা জরুরি। মহিলারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে বলে মিথ্যা রটনার চেষ্টা। মন্ত্রীরা এসে প্ররোচনা দিচ্ছে। এগুলি বন্ধ করুন"।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খাওয়ার পর যে কাজগুলো ভুলেও করবেন না, জেনেনিন সবিস্তারে

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং কয়েক ধরনের ক্যানসারে উন্নত দেশের মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সেই হার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত একটি সুস্থ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলার কোনও বিকল্প নেই। তা না হলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে নিয়ম না মেনে খেলে কিংবা ভুল খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খাবার গ্রহণের পর এমন কিছু কাজ রয়েছে যা একদমই করা উচিত নয়।

একটু ঘুমিয়ে নেয়া অনেকেরই দুপুরের খাবার খাওয়ার পর একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে। খাওয়ার পরপর ঘুমালে ওজন সহজেই বাড়ে। এটি হজমেও সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই খাওয়া শেষ করেই না ঘুমিয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক পর ঘুমান।

ফল খাওয়া

খাবার পর ফল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। ভরা পেটে ফল খাওয়া একদমই উচিত নয়। কারণ, খালি পেটে ফল খেলে তবেই তার খাদ্যগুণ আমাদের দেহে শোষিত হয়। তাই খাওয়ার পর অন্তত আধাঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত।

কোমরের বেল্ট হালকা করা

শুনতে হাস্যকর মনে হলেও অনেক ভোজন রসিকই খাবার গ্রহণের সুবিধার্থে কোমরের বেল্ট হালকা করে নেন। এটি খারাপ অভ্যাস। কখনোই পেট ভরে খাওয়া উচিত নয় যাতে কোমরের বেল্ট হালকা করতে না হয়।

ধূমপান করা

খাবার শেষ করেই ধূমপান করেন অনেকে। এমনিই ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর, ভরা পেটে তা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়। ভরা পেটে ধূমপান করলে ফুসফুসে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জল পান করা অবশ্যই জল পান করা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু খাওয়া শেষ করেই জল পান করবেন না। এতে হজম সহায়ক গ্যাস্ট্রিক রস হালকা হয়ে যায়। ফলে খাবার সহজে হজম হতে চায় না। এই অভ্যাসের কারণে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া খাবার শেষ করেই চা বা কফি পান করা উচিত নয়। আপনি কী ওপরের কাজগুলোর কোনোটা করে থাকেন? আজই তবে অভ্যাস বদলে ফেলুন আর সুস্থ থাকুন।

টিকাকরণ শুরু হতেই বাড়ছে ঘনিষ্ঠতা

কোভ্যাক্সিন, কোভিশিল্ড, স্পুটনিক থেকে ফাইজার। করোনা মোকাবিলায় একাধিক টিকা বেরিয়ে গিয়েছে। সারা বিশ্বের বহু মানুষ ভ্যাকসিনের ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। আর তাতেই একটু একটু স্বাভাবিক যৌনজীবনের দিকে ফেরার সাহস পাচ্ছেন। ফলে হু হু করে বাড়ছে কন্ডোমের বিক্রি। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রকাশ্যে এসেছে এমনই তথ্য।

যে বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে এই সমীক্ষা করা হয়েছে তার গবেষকরা জানাচ্ছেন, শুধু কন্ডোম নয় সেক্স টয়ের বিক্রিও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হারে কন্ডোম ও সেক্স টয় কিনছেন মানুষ। বেশিরভাগই অনলাইন ডেলিভারির মাধ্যমে। আর ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

গত বছরের শেষের দিক থেকে কন্ডোম ও সেক্স টয়ের বিক্রি বাড়তে শুরু করেছিল বলেই জানা গিয়েছে। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট বিক্রির হার সবচেয়ে বেশি। কেন এমনটা হয়েছে? গবেষকরা মনে করছেন, কোভিড ১৯ (কোভিড১৯) ভাইরাসের ভয়ে অনেকেই বাড়ির বাইরে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছিলেন না। যার জেরে কন্ডোমের বিক্রি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। লকডাউন শিথিল হওয়ার পরও অনেকে মারণ ভাইরাসের ভয়ে সঙ্গম এড়িয়ে চলছিলেন। তাই তখনও তেমন কোনও সুরাহা হয়নি। তবে সাধারণ মানুষের ভ্যাকসিনের পালা শুরু হওয়ার পরই অনেকের মনে সাহস সঞ্চিত হতে থাকে। যার ফলে তাঁরা স্বাভাবিক যৌনজীবনের দিকে আবারও পা বাড়াতে শুরু করেন। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে কন্ডোম বিক্রির সংখ্যা। আবার অনেক জায়গায় আমদানি-রপ্তানির নিয়ম শিথিল হওয়াতে সেক্স টয় বিক্রির হারও বেড়েছে। আর তাই ক্রেতাদের কল্যাণেই কন্ডোম এবং সেক্স টয় বিক্রির হাল ফিরেছে।

গেমপ্রেমীদের জন্য সুখবর, নাম বদলে ফের ভারতে আসতে চলেছে

ভারতে জনপ্রিয় ব্যান হওয়ার পর থেকে গেমপ্রেমীদের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে ফিরবে গেমটি। অবশেষে মিলল উত্তর। অনুমান, শীঘ্রই নাম বদলে ফের ভারতে আসতে চলছে পাবজি। দিনকয়েক আগেই ইউটিউবে একটি ট্রেলর প্রকাশ করেছিল পাবজি মোবাইল ইন্ডিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিটও করে দেওয়া হয় সেটি। পরবর্তীতে প্রকাশ্যে এসেছে একটি পোস্টার। তা থেকে অনুমান করা হচ্ছে ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়া নামে ভারতে আবার রি-লঞ্চ হতে পারে পাবজি। -এর তরফে জানানো হয়েছে, ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়ার কথা। নির্মাতা দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা ক্র্যাফটনের তরফে ইতিমধ্যেই ডোমেন রেজিস্টার করা হয়েছে। যদিও সত্যিই পাবজি ফিরছে কি না, ফিরলেও তা কবে, সে বিষয়ে এখনও সরকার ও সংস্থার তরফে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

অল্পদিনেই ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ২০২০ গালওয়ানে চিনের লালফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল ভারতীয় সেনার। অতর্কিত হামলায় প্রাণ গিয়েছিল বেশ কয়েকজন ভারতীয়র। এরফলে চিন ও ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়। সেই ঘটনার জেরে বেশ কিছু চিনা অ্যাপ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। সেই তালিকায় নাম ছিল পাবজির। নিষিদ্ধ হওয়ার পরও একাধিকবার কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, ভারতে ফিরতে পারে ঞ্চডড্ক্কও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে জনপ্রিয় গেমটি ফেরার অপেক্ষায় নেটিজেনরা।

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সুত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, "নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।"

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, "যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, "বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।"

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ঠ হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, "বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।"

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, "নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।"

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।"

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

করোনার অল্প উপসর্গেই সিটি স্ক্যানের কথা ভাবছেন ! কী পরামর্শ এইমসের ডিরেক্টরের ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: করোনা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে ঘরে-ঘরে। তার মধ্যে সেই আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে আরটিপিসিআর পরীক্ষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া একাধিক তথ্য। বলা হচ্ছে, এই পরীক্ষায় অনেক সময় সঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাই করোনা আক্রান্ত কি না জানতে হিড়িক পড়ছে সিটি স্ক্যানের। কোভিড-১৯'র সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেই সিটি স্ক্যান করাতে ছুটছেন অনেকে। কিন্ত এই সিটি স্ক্যান করানো কি খুব জরুরি? এর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই তো, কী বলছেন চিকিৎসকরা?

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। জানালেন, করোনার মৃদু উপসর্গ থাকলেই সিটি স্ক্যান করানোর প্রয়োজন নেই। বরং

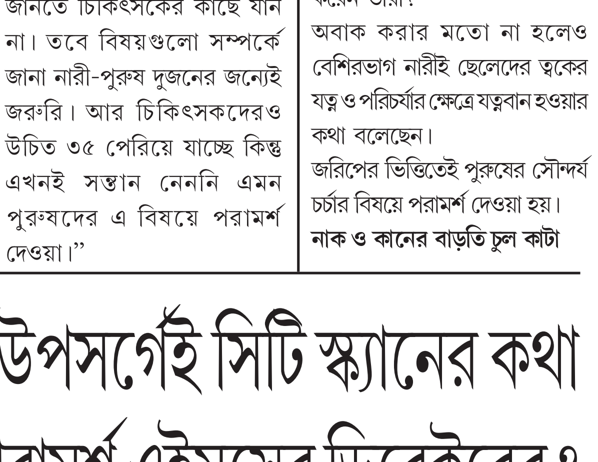

চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তবেই এই পরীক্ষা করানো উচিৎ। এইমসের ডিরেক্টরের কথায়, খুব প্রয়োজন হয় তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে এক্স-রে করিয়ে নিন। এতে ক্ষতি অনেক কম হবে। কারণ একবার সিটি স্ক্যান করালে ৩০০ থেকে ৪০০ বার বুকের এক্স-রে করানোর সমান ক্ষতি হয়। এবং পরে যা ক্যানসারের দিকে যেতে পারে। আর এই ক্ষতি কম বয়সীদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। তাই সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন নেই, দরকারে এক্স-রে করিয়ে নিন। তবে সবই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই করাতে হবে। এইমসের ডিরেক্টর আরও বলেন, করোনার প্রাথমিক স্তরে অনেকে উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড নিয়ে নেন। সে ক্ষেত্রে, উপকার থেকে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। বেশি স্টেরয়েড নিলে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। যা ফুসফুসে প্রচণ্ড ক্ষতি করবে। তাই অল্প উপসর্গে সাধারণ ওষুধ খেলেই করোনা সেরে যাবে।

আপনার বাড়ির নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রে ভ্যাকসিনের স্লট ফাঁকা ? সব তথ্য পৌঁছে যাবে ফোনে

পোর্টালে আবেদন করলেই প্রাপ্ত বয়স্করা পাচ্ছেন কোভিডের (কোভিড-১৯) ভ্যাকসিন। কিন্তু টিকার এতই অভাব যে নিজের সুবিধা মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেই সমস্যা এবার সমাধানের পথে। করোনার টিকা নিতে এবার ১৮ বছর উত্তীর্ণদের সাহায্য করবে । ভাবছেন তো বিষয়টা ঠিক কী? কাছের কোনও কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা হলে অথবা টিকাকরণ শুরু হলেই সেই তথ্য পৌঁছে যাবে আপনার ফোনে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাপ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারবেন আপনি।

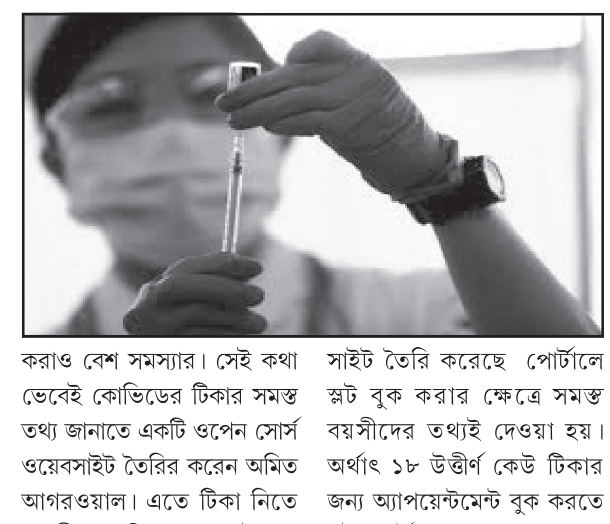

সরকারের তরফে প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তেমনই অ্যাপের মাধ্যমে নিকটবর্তী কোন টিকাদান কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা রয়েছে তা জেনে বুক করাও বেশ সমস্যার। সেই কথা ভেবেই কোভিডের টিকার সমস্ত তথ্য জানাতে একটি ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট তৈরির করেন অমিত আগরওয়াল। এতে টিকা নিতে আগ্রহীদের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ভ্যাকসিন অ্যালার্ট পেতে হলে ভ্যাকসিন ট্র্যাকার এনাবেল করতে হবে। দিতে হবে নিজের পিন নম্বর, বয়স। এরপর সিলেক্ট করতে হবে 'ক্রিয়েট ইমেল অ্যালার্ট' অপশন।

প্রোগামার বি. থমাস একটি ওয়েব সাইট তৈরি করেছে পোর্টালে স্লট বুক করার ক্ষেত্রে সমস্ত বয়সীদের তথ্যই দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১৮ উত্তীর্ণ কেউ টিকার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ওই পোর্টালে গেলে ৪৫ ও ৪৫ উর্ধদের তথ্যও দেখতে পান তিনি। ফলে নিজেদের স্লট বুক করতে গিয়ে অযথা সময় ব্যয় হয়। তবে নতুন এই ওয়েবসাইট ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের তথ্যই মিলবে। এছাড়াও টেলিগ্রামে মিলবে ভ্যাকসিন অ্যালার্ট।

কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি ? এবার কোভিড চিকিৎসার খুঁটিনাটি তথ্য মিলবে অ্যাপে

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার তৈরি হচ্ছে অ্যাপ। কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি, কোথায় মিলবে অক্সিজেন? ওই অ্যাপে যাবতীয় তথ্য পাবেন আমজনতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে নামে অ্যাপটি সাধারণ মানুষের হয়রানি খানিকটা কমাতে পারবে বলেই আশাবাদী প্রশাসন।

করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনও। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করে জেলা টাস্ক ফোর্স। সেখানে হাজির ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক রশ্মি কোমল, জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক নিমাইচন্দ্র মণ্ডল-সহ অন্যান্য কর্তারা। বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি কেমন, বিশেষ করে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের পরিস্থিতি কীরকম আছে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়।

নিমাইবাবু জানিয়েছেন, "জেলার প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ আছে। এনিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

আগামিদিনে চাহিদা বাড়লে যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেটাও দেখা হবে। ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা ভেবে ব্লকভিত্তিক নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা ব্লকের সমস্ত বিষয়টি নিজেদের নজরে রাখবেন।" এদিন জেলা স্বাস্থ্যভবন থেকেও করোনা ও ডেঙ্গু নিয়ে ব্লকস্তরে পৃথক একটি ভিডিও কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকেই আলোচনা হয় বিশেষ এই অ্যাপ নিয়ে। এবিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামিকাল থেকেই গুগল প্লে স্টোরে মিলবে এই অ্যাপ। যেখানে খালি বেডের সংখ্যা, অক্সিজেন সহ-যাবতীয় তথ্য মিলবে নিমেষেই।

এদিন টিকাকরনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। আগে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৭০ থেকে ৭২ টি কেন্দ্র থেকে টিকাকরণ হত (সোমবার ও শুক্রবার হত ২৭২ কেন্দ্রে) সেখানে এখন কুড়িরও কম কেন্দ্রে টিকাকরণ হচ্ছে। তাও প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হচ্ছে না। কোনওরকমে দ্বিতীয় ডোজ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই টিকা নিতে ভোর থেকেই লম্বা লাইন পড়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। গত শনিবার কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ হাজার টিকা এসেছে। তা দিয়ে কোনওরকমে সামাল দেওয়া হচ্ছে।

“বাংলায় চূড়ান্ত হিংসার আবহ চলছে” : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৬ মে (হি.স.) : দাঁতনে আজ বিজেপি-র ৩ জনকে বাজারের মধ্যে কোপানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, বাংলায় চূড়ান্ত হিংসার আবহ চলছে।

এ দিন বালিগঞ্জে বিএসএফ-এর আঞ্চলিক দফতরে দিলীপবাবু দলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। বেড়িয়ে দিলীপবাবু বলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য এসেছেন। নবান্নতেও গিয়েছিলেন। মুখ্যসচিব তাঁদের যেতে বারণ করেন। আমরা ২০০-২৫০ ঘটনার তালিকা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের কাছে লিখিতভাবে দিয়েছি। তাঁদের নিজের চোখে দেখে আসার অনুরোধ করেছি।

সাংবাদিকদের কাছে দিলীপবাবু অভিযোগ করেন, দাঁতনের ঘটনায় ১ জন মারা গেছে। মানুষকে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার সব স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করলেও সেটি ঠিক নয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসার খবর আসছে। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। দিলীপবাবুকে সাংবাদিকরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নবান্নতে বলেছেন যেখানে যেখানে বিজেপি জিতেছে সেখানে অশান্তি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু বলেন, “যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই সুরক্ষিত নন, সেখানে এ রকম কথার কী মানে? আগেও এ রকম হয়েছে। যখন আসানসোল চৌরাস্তায় বাবুল সুপ্রিয়র কনভয়ে ইট মারা হয় বা আমাদের নেত্রী রূপা গাঙ্গুলিকে চুলের মুঠি ধরে মারা হয়, ওনার পুরোদস্তুর মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই হয়েছে। আর এখন তো আফগানিস্তান, সিরিয়ার মত মহিলাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গণধর্ষণ হচ্ছে, সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে।

দিলীপবাবু বলেন, দোকানপাট, বাড়ি লুঠ হয়ে গিয়েছে। এখন তো মাছের ভেড়ি, পুকুর লুঠ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন? ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। জেতার আনন্দ করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাহাকার নিয়ে এখনও মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করছেন। আমরা বলছি, আপনি সবার মুখ্যমন্ত্রী। সরকার সবার। পশ্চিমবঙ্গে একটাও যেন হিংসা না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব আপনার।

এর আগে, এ দিন বিজেপি-র তরফে চারটি ছবি দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিষ্ণুপুরের বুথ নম্বর ৩০৫ এর ৩৯বি শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ বিশ্বজিৎ মহেশকে পাশবিক ভাবে হত্যা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আরও চারটি ছবি-সহ জানানো হয়, “হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে মারা গেলেন শীতলকুচিত বিধানসভার বুড়া পঞ্চার হাট নওদাবাশ ২৬২ নং বুথ, ছোট শালবাড়ী অঞ্চলের যুবক ও বিজেপি সমর্থক মানিক মৈত্র। দিনহাটা নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার।“ প্রসঙ্গত, নির্বাচনোত্তর হিংসার ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে কড়া চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যে এসেছে ৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় দল। এনিয়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বার্তা,””মানুষের রায় মেনে নিক বিজেপি।””

কলকাতা প্রেসক্লাবে ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-র সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : কলকাতা প্রেস ক্লাবে ’হিন্দুস্থান সমাচার’-র সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার দেড় মাস পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মিসবাহ আহমেদ(২৫)। আশফাক আহমেদের ছেলে পার্ক স্ট্রিটের অন্তর্গত ৮৭ মুজাফফর আহমেদ-র বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার তার গ্রেফতারের বিষয়ে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক মুরলীধর শর্মা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত স্বয়ং থানায় আত্মসমর্পণ করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৩ মার্চ কলকাতা প্রেসক্লাবে ’অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন’-র উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন ’হিন্দুস্থান সমাচার’-র সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং আয়োজক সংস্থার উদ্দেশ্য করে একটি প্রশ্ন করেন। এরপর অভিযুক্ত এগিয়ে এসে সাংবাদিকের পরিচয় জানতে চায় এবং তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এমনকি সাংবাদিককে ঘুসি ও মারধর করার হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্যাতিত সাংবাদিক সেদিনই ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর থেকে অভিযুক্ত গা-ঢাকা দেয়। দীর্ঘ দেড় মাস পুলিশের তল্লাশির পর এদিন তিনি স্বয়ং থানায় আত্মসমর্পণ করে।

এই ঘটনার মাঝে অভিযুক্তর করোনা সংক্রমণ হয়েছিল। গত ২২ এপ্রিল অভিযুক্ত স্বয়ং নির্যাতিত সাংবাদিকদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তার করোনা সংক্রমিত হওয়ার খবর জানান। ’হিন্দুস্থান সমাচার’-র সাংবাদিক ওম প্রকাশ তাকে সুচিকিৎসা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। চিকিৎসায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন ওম প্রকাশ। এরপর অভিযুক্ত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তার সুস্থতার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন নির্যাতিত সাংবাদিক। সাংবাদিকের সরল ব্যবহার ও সহযোগিতার মানসিকতা অনুভব করে সুস্থ হওয়ার পর এদিন তিনি থানায় গিয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

ব্যবসায়ীর খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রাম শহরে

ঝাড়গ্রাম, ৬ মে (হি.স.) : প্রকাশ্যদিবালোকে দোকানে ঢুকে এক ব্যবসায়ীর খুনের ঘটনায় শহরে চাঞ্চল্য ছড়াল।বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটেছে ঝাড়গ্রাম শহরের বাছুরডোবা এলাকায় দুপুরে।পুলিশ জানিয়েছে নিহত ওই ব্যক্তির নাম প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় (৬৫)।বাড়ি শহরের বাছুরডোবা এলাকা।এদিন এই ঘটনা টি ঘটেছে বাছুরডোবা এলাকায় নিহত ওই ব্যক্তির গোডাউনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রদীপবাবুর বাছুরডোবাতে একটি ভাঙাচোরা জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের গোডাউন রয়েছে।বিভিন্ন ভাঙাচোর জিনিসে ক্রয় করে গোডাউনে মজুত করা হয়।প্রদীপবাবু এলাকায় উপকারী মানুষ হিসেবে যথেষ্ট নাম রয়েছে। মানুষের বিপদে, প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াতেন তিনি।এহেন এক জন মানুষের খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁষছে। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে এলাকাবাসী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে প্রদীপ বাবু নিজের গোডাউনে গিয়েছেলেন।তার কাছে টাকা পয়সা এবং মোবাইল ফোনটি ছিল।দুপুরের সেই সময় গোডাউনে যারা কাজ করেন তারা দুপুরে খেতে চলে গিয়েছিলেন।গোডাউন ফাঁকাই ছিল।প্রদীপবাবু একাই ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সেই সময় কিছু লোকজন হামলা চালিয়ে ভাড়ি অস্ত্র দিয়ে তাকে মাথায় আঘাত করে।রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন।গোডাউনের এক কর্মচারী এসে দেখেন ওই ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে আছেন।তিনি স্থানীয় মানুষদের খবর দিলে তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে চিকিৎসা চলছিল তার।পরে মারা যান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাছুরডোবার ওই এলাকায় নির্বাচনের আগে থেকেই একটি নেশা চক্র সক্রিয় ছিল।যে চক্রটির সদস্যরা ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন নেশায় জড়িত ছিল।সেই নেশা চক্রের লোকজন টাকার জন্য প্রদীপবাবুকে ফলো করে গোডাউন পৌছে ছিল। ফাঁকা দেখে টাকার জন্য তাকে হাতুড়ি জাতীয় ভাড়ি কোন অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়।নিহত ব্যবসায়ীর বেশ কিছু অর্থ এবং মোবাইলটিও নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে।

উল্লেখ্য, বিগত প্রায় আড়াই মাস আগে এই বাছুরডোবা এলাকায় এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যান সরকার বলেন “খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ”।

সরকারি পদ পেলেন পরাজিত মন্ত্রী গৌতম দেব

কলকাতা, ৬ মে (হি . স.) : শিলিগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান হবেন গৌতম দেব ন করোনা সংক্রমণের জেরে পুর নির্বাচন পিছিয়ে গিয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ফলে কলকাতা পুরসভায় বসেছে প্রশাসক। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাকি পুরসভাগুলিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে গৌতমবাবু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিবকে আহমেদের সাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি এদিন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে রাজন সরকার, বিবেক বৈদ এবং অলোক চক্রবর্তীকে প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ১৬ মে থেকে শুরু হবে তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ। ঘোষণার পর গৌতমবাবুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের আর এক তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথবাবুও এবারের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়াদ শেষ হয় ঘত বছর ১৬ মে। তারপর প্রশাসক বোর্ড গঠন করে পুরসভার কাজ চালানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নবান্ন। বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয় প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে। কিন্তু তিনি পাল্টা নবান্নর বিজ্ঞপ্তি ফিরিয়ে দিয়ে জানান, এই প্রস্তাবে তিনি আগ্রহী নন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভীতসন্ত্রস্তরা পালাচ্ছে অসমে, তৃণমূলকে তোপ হিমন্ত বিশ্বশর্মার

কলকাতা, ৬ মে (হি স) : ‘লাগাতার সন্ত্রাসের’ প্রতিবাদ করে তৃণমূলকে তোপ দাগলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতার শপথগ্রহণের দিন বুধবার রাজ্যে হিংসা ও রক্তপাত থামানোর দাবিতে ধর্নায় বসেছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। শপথ-পর্বের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা ও খুনোখুনির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা জানান, যে কোনও হিংসার মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেবে রাজ্য পুলিশ।

সূত্রের খবর, গত দু’দিন ধরে বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণের জেরে অনেকে অসমে আশ্রয় নিয়েছেন। ‘জ্বলন্ত বাংলা’ শিরোনামের এক বিবৃতিতে ছবি-সহ হিমন্ত বিশ্বশর্মা বৃহস্পতিবার লিখেছেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেন ঘৃণ্য রাক্ষসতন্ত্র লুরু হয়েছে। অখিল ভারত তৃণমূল কংগ্রেসের নিরীহ নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। আহত ধীরেন সাহা (৪৫) সহ ২১ জন প্রাণ হুমকির মুখে পড়ে সন্ধ্যার দিকে কোচবিহার থেকে শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছান। করোনা পরীক্ষার পরে বাংলার ফালিমারী ও রামপুর গ্রামের আঘাতপ্রাপ্ত ও অসহায় মানুষদের সাময়িকভাবে আসামের শ্রীরামপুর এমজিআর এমই স্কুলে রাখা হয়। সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

আইনকে বেহাল বিদ্রূপ করে চলছে অরাজকতা। এটা লজ্জার।“

বৃহস্পতিবার পৃথক পাঁচটি ছবি পাঠানো হয়েছে বিজেপি-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ছবিগুলোয় আছে অসমের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া আশ্রপ্রার্থীদের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে একটি মানবাধিকার সংগঠনের তরফে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসায় ধারাবাহিক প্রাণহানির ঘটনার তথ্য পেশ করে ৩৫৬ ধারা জারির আবেদন জানানো হয়েছে। হিংসায় উদ্বেগ জানিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজ্যে তদন্তকারী দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই আবহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিঠি ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফের বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দাম

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফল ঘোষণার পরই টানা তিনদিন ধরে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২২ পয়সা ও ডিজেলের দাম বেড়েছে ২৮ পয়সা। কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ৯১ টাকা ১৪ পয়সা। কলকাতায় লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৮৪ টাকা ২৬ পয়সা। গত তিনদিনে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৫২ পয়সা, ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬৫ পয়সা।

দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ৯০ টাকা ৯৯ পয়সা এবং লিটার প্রতি ডিজেল ৮১ টাকা ৪২ পয়সা। বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে আজ পেট্রোলের দাম লিটারপ্রতি ৯৭ টাকা ৩৪ পয়সা, ডিজেলের দাম ৮৮ টাকা ৪৯ পয়সা। দেশের আরেক মেট্রো শহর চেন্নাইতেও ঊর্ধমুখী দাম। বুধবার কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ছিল ৯০ টাকা ৯২ পয়সা। কলকাতায় লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ছিল ৮৩ টাকা ৯৮ পয়সা। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার পেট্রোলের দাম বেড়েছিল ১৬ পয়সা ও ডিজেলের দাম বেড়েছিল ২০ পয়সা।

করোনা সংক্রমণে মারা গেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আরএলডি সভাপতি চৌধুরি অজিত সিং

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.) : প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় লোকদল(আরএলডি)-র সভাপতি চৌধুরি অজিত সিং (৮৬)। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। জানা গিয়েছে, তিনি করোনা সংক্রামিত হয়ে মারা গিয়েছেন। এদিন সকালে গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি চরন সিং-র পুত্র তথা বাগপত লোকসভা কেন্দ্রে সাতবারের সাংসদ ছিলেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত সিং গত ২২ এপ্রিল করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতির সংকটজনক হয়ে পড়ে। সংক্রমণ দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় বেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হয়। এদিন তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংক্রমণ রুখতে ভারতের পর্যটকদের ব্যান করল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৬ মে (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সারা বিশ্বের পর্যটন ব্যবসা। এবার থেকে সংক্রমণ রুখতে ভারতীয় পর্যটকদের শ্রীলঙ্কায় ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। শ্রীলঙ্কার এক বিমান সংস্থা ভারত থেকে আসা পর্যটকদের ব্যান করেছে। শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আপাতত দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ভ্রমণ স্থগিত থাকছে। আগামী দিনে বিধিনিষেধ মেনে ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্রীলঙ্কা তাদের পর্যটন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে চাইছে। কারণ, করোনার থাবার সে দেশের পর্যটন ব্যবসা ব্যাপক ভাবে মার খেয়েছে। কিন্তু সংক্রমণ এড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কাতেও আগের চেয়ে করোনার দাপট বেড়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৩৯ জন। মৃতের সংখ্যা ৭৩৪ জন।

৮ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা কেরল প্রশাসনের

তিরুবন্তপুরম, ৬ মে (হি. স.) করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে বিপর্যস্ত কেরল। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার লকডাউন জারি করল কেরল প্রশাসন। ৮ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত কেরালাতে সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করা হয়েছে।

কেরলে বুধবার গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের গ্রাফ ছিল সর্বোচ্চ। ৪১ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন করোনাতে। এরপরেই লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিনারাই বিজয়ন প্রশাসন। আগামী ৮ তারিখ থেকে এক সপ্তাহের জন্য জারি হয়েছে লকডাউন। সূত্রের খবর, আগামীতে এই বিধিনিষেধ আরও বাড়ানো হতে পারে। এরআগে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে একগুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল কেরল। প্রসঙ্গত, দেশে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ ফের চার লাখের গণ্ডি পার করল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ১২ হাজার ২৬২ জন। একদিনে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৯৮০ জনের। একদিনে ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ২৯ হাজার ১১৩ জন। ইতিমধ্যেই করোনা ঠেকাতে বিহার, দিল্লি, কর্ণাটকে লকডাউন জারি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে জারি হয়েছে কড়া কার্ফু।

রেকর্ড মৃত্যু মহারাষ্ট্রে, আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫৮ হাজার

মুম্বই, ৬ মে(হি.স.): মহারাষ্ট্রের করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। বুধবার মহারাষ্ট্রে রেকর্ড মৃত্যু সংখ্যা ছিল। একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯২০ জন, যা মৃত্যুর নিরিখে মহারাষ্ট্রের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। আর ৫৭ হাজারের উপর আক্রান্তের সংখ্যা। যা রীতিমতন ভয় দেখাচ্ছে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্যের কয়েকটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় সংক্রমণ হ্রাসের প্রবণতা দেখা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্রের করোনা গ্রাফ নেমে যাওয়ার পর ফের একবার তা বেড়ে যাওয়ার ঘটনা রীতিমতো মহারাষ্ট্রবাসীকে শঙ্কিত করছে। উদ্ধব সরকার শাসিত রাজ্যে লকডাউনের কিছু কঠোর বিধি-নিষেধ লাগু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে করোনার জেরে ৬.৪১ লাখ অ্যাক্টিভ কোভিড কেস রয়েছে।রাজধানী মুম্বইতে ৩ হাজার ৮৭৯ জন নতুন আক্রান্ত হয়েছে। করোনার বলি হয়েছে ৭৭ জন। তবে মুম্বইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে পুনে। সেখানে ৯ হাজার ০৮৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। মারা গিয়েছে ৯৩ জন।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মুখ্যমন্ত্রীকে আতঙ্কিত বিজ্ঞানী-প্রার্থীর আর্জি

কলকাতা, ৬ মে (হি স)। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আতঙ্কিত বিজ্ঞানী তথা পূর্ব বর্ধমানের উত্তর পূর্বস্থলীর বিজেপি প্রার্থী ডঃ গোবর্ধন দাস আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

ভোটে পরাজিত ও আতঙ্কিত গোবর্ধনবাবু সপরিবারে গৃহবন্দী। মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়িতে আক্রমণ হয়। বৃহস্পতিবার গোবর্ধনবাবু ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, “আপনাদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করছি হিংসার রাজনীতি ছাড়ুন। উন্নয়নের দিকে নজর দিন।“ পরিস্থিতির পূর্ণ বৃত্তান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওপরমহলে জানিয়েছেন তিনি।

গোবর্ধনবাবু বলেন, “ উত্তর পূর্বস্থলীর নিমদহে আমাদের আদি গ্রামে আমার এবং ভাইয়ের পরিবার, বৃদ্ধা বাবা-মা মিলে আছি। মঙ্গলবার বাড়ির ৮ ফুট উঁচু সুরক্ষিত দেওয়াল ও প্রায় ১৪ ফুট উঁচু লোহার ফটক ডিঙিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু বাইরে থেকে বোমা ছোঁড়া হয়। আমার জন্য ততটা চিন্তিত নই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত মুসলিমপাড়া, বামুনপাড়ায় দলীয় ছেলেরা অধিকাংশই পাড়াছাড়া। অনেকে প্রহৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও এসপি অবশ্য সহযোগিতা করছে। আমি অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।“

ফের উত্তপ্ত উপত্যকা, সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইয়ে খতম তিন জঙ্গি, ধৃত এক

জম্মু, ৬ মে(হি.স.): ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কাশ্মীর উপত্যকা। সেনা ও জঙ্গির টানা গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জঙ্গির। আত্মসমর্পন করেছে এক জন। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার কনিগাম এলাকায় জঙ্গি ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সময় ১ জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে।

জম্মু পুলিশ জনিয়েছে, কনিগাম এলাকায় জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর দল। একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিল বলে খবর। পুলিশ গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলে। আত্মসমর্পণ করতে বললেই গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনীও। দুই পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলতে থাকে। গুলির আঘাতে মৃত্যু হয় তিন জঙ্গির। একজন আত্মসমর্পন করে। চার জন আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত স্থানীয় সদস্য বলে জানিয়েছে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, সদ্য নিয়োগ হওয়া ওই ব্যক্তির নাম তৌসিফ আহমেদ।

”পিএম কৃষক সম্মান নিধি” নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফের রাজ্যে ”পিএম কৃষক সম্মান নিধি” চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা নির্বাচনে ভোটপ্রচারে ”পিএম কৃষক সম্মান নিধি” চালু না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার আক্রমণ করতেন মোদী-শাহ। কেন্দ্রের আনা এই প্রকল্পে কৃষকদের বার্ষিক ৬০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলায় ”কৃষকবন্ধু” প্রকল্প চালু থাকার জন্য ওই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই বিষয়ে বারবার অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন তার পাল্টা চালে কেন্দ্রের কোর্টে বল ঠেলে দিলেন মমতা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে চিঠিতে লিখেছেন, ””পিএম কৃষক সম্মান নিধি” প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের তরফে ২১.৭৯ লক্ষ কৃষকের নাম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের পোর্টালে মাত্র ৯.৮৪ লক্ষ মানুষের নাম নথিভূক্ত হয়েছে। যে সংখ্যা খুবই সামান্য। অপরদিকে রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন ৫৭.৬৭ লক্ষ কৃষক। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের প্রশংসা করা উচিত কেন্দ্রের। ভোটের প্রচারে বারবার প্রধানমন্ত্রী কিংবা অমিত শাহ বারবার কৃষকদের কিষাণ নিধির অর্থ বাবদ ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এবার সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত করুন। তালিকা তো পাঠানোই হয়েছে।”

চিঠিতে মমতা এও জানান, ”এরই পাশাপাশি ৬০ বছর বয়সি কৃষকদের মৃত্যুতে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হোক। এর আগেও কৃষিমন্ত্রককে চিঠি পাঠানো হয়েছে কিন্তু কোনও সদুত্তর আসেনি।” এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মমতা জানান, ”আমি তো রোজই নানান বিষয়ে চিঠি লিখি ওনাকে কিন্তু উনি কোনও উত্তর দেননা। হয়ত উনি ব্যস্ত কিন্তু জবাব দেওয়াটা জরুরি।” ভোটের সময় কিংবা তার আগে রাজ্যে এসে মোদী-শাহ কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প যেমন ”আয়ুষ্মান ভারত” ”পি এম কৃষক সম্মান নিধি” রাজ্যে বাস্তবায়ন না করার জন্য শাসকদলের উপর তোপ দাগেন। কৃষকদের কিংবা রাজ্যের গরীব মানুষদের মমতা ঠকাচ্ছেন এও বলে কটাক্ষ করেন মোদী-শাহ। তারই পাল্টা সরকারে এসেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে প্রকল্প চালুর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, যা এক রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আড়াই মাস পর ঘরে ফিরছেন নিমতিতা স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে জখম প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেন

কলকাতা, ৬ মে(হি.স) : প্রায় আড়াই মাস পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেন শুক্রবার দুপুরে জঙ্গিপুরে ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগামীকাল ভোর সাড়ে চারটেয় কলকাতার পিজি হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে জঙ্গিপুরে ‘জনতার দরবারে’ যাবেন। রঘুনাথগঞ্জের বাড়িতে কিছুক্ষণ স্থানীয় নেতৃত্ব ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বিকেলে সুতির ঔরঙ্গাবাদের বাড়িতে যাবেন। তবে নির্বাচনের তৃণমূলের ফল নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেন। তিনি বলেন, “বাংলার মানুষের আর্শীবাদ নিয়ে বাংলার মা মমতা বন্দোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন। গর্বিত বোধ করছি।”

ঘটনার সূত্রপাত ১৭ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন রাতে নিমতিতা স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন জাকির হোসেন সহ-২৭ জন। মন্ত্রীর বাম পা বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেদিন ভোররাতেই জাকিরকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে। কয়েকদিন কার্যত যমে-মানুষে টানাটানির পর ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। সেই থেকেই চলছে চিকিৎসা। ভোটে দাঁড়ালেও একটি দিনের জন্যও প্রচারে বের হতে পারেননি। কোনওক্রমে অ্যাম্বুল্যান্সে এসে জমা দিয়েছিলেন মনোনয়নপত্র। তারপর ফের হাসপাতালে ফিরে যান। যদিও ওই আসনের নির্বাচন পিছিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, জাকির হোসেনকে পরানো হয়েছে এক বিশেষ ধরনের সার্জিক্যাল জুতো। যার ওজন প্রায় আট থেকে দশ কেশি। যদিও এখনও তাতে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করতে পারবেন না। করোনা পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা যথেষ্ট বিধি নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে। জাকির ঘনিষ্ঠ বিধায়ক আখরুজ্জামান জানান, অনেকটাই সুস্থ এখন জাকির। তবে চলা ফেরা স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। মুর্শিদাবাদের বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসকদের নজরদারিতে থাকতে হবে তাঁকে। মেলামেশাও করতে হবে দূরত্ব বিধি মেনে।

বাড়িতে ভাঙচুর, লুট সত্ত্বেও ‘অধিকার’ ছাড়তে নারাজ যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী রিঙ্কু নস্কর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ মে (হি স)। ভোটে হেরে যাওয়ার পর তাঁর বাড়িতে ‘তৃণমূলের ছেলেরা’ ভাঙচুর, লুটপাট চালিয়েছে। তা সত্বেও পুর কোঅর্ডিনেটরের ‘অধিকার’ ছাড়তে নারাজ যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী রিঙ্কু নস্কর।

বৃহস্পতিবার রিঙ্কু ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানান, “আমি ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর। যতদিন না পুর নির্বাচন হচ্ছে স্থানীয় কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব আমারই। বুধবার যখন চিত্তরঞ্জন কলোনীর ওয়ার্ড অফিসে যাই, আমাকে বাধা দেওয়া হয়। নানা আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। আমি জানিয়ে দিয়েছি, যতক্ষণ না অন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি আসবে দায়িত্ব ছাড়ব না।“

ভোটের ফল প্রকাশের একদিন বাদে যাদবপুরে কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষা হাসপাতালের ভিতর আবাসনে রিঙ্কু নস্করের বাড়িতে ভাঙচুর, লুট হয়। দলের মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ খবর জানানো হয়। রিঙ্কু এই প্রতিবেদককে জানান, বাড়ি ভাঙচুর করে তৃনমূল। সিলিং ফ্যানগুলি খুলে নিয়ে গিয়েছে। নগদ টাকা, গয়না সব লুট হয়েছে। পাশে কাকাদের ফ্ল্যাটেও হামলা হয়েছে।“

স্থানীয় তৃণমূলের এক নেতা অবশ্য বলেন, “রিঙ্কু কাউন্সিলর হয়েছিলেন সিপিএম প্রার্থী হিসাবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টায় ভোটের মুখে হঠাৎ বিজেপি হয়ে যান। বহুদিন ওয়ার্ড অফিসে আসেননি। খোঁজও করেননি। পুরসভার কাজ আমরাই দেখাশোনা করেছি। দলীয় স্তরে আলোচনার পর স্থানীয় ব্লক সভাপতিকে ১০২ ওয়ার্ডের পুর কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পরেও উনি জোর করে পদ আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছেন।“

বুধবার সকাল ১০ টা বেজে ৪৫ মিনিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন, “ভারত ও বাংলা একটা কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতেও লাগাতার ভোট পরবর্তী হিংসা চলছে।” পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদনে যে কাজ হয়নি, তা বোঝাই যাচ্ছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই স্কুলের দুই দিকে আসর জমায় নেশাখোররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই স্কুলের দুই দিকে আসর জমায় নেশাখোররা।স্কুলের চতুর্পাশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদের বোতল সহ নেশাজাতীয় দ্রব্যের ছড়াছড়ি স্কুল চত্বরে।সুস্থ সংস্কৃতিকে রক্ষা করা আর অসুস্থ সংস্কৃতিকে বর্জনের মধ্য দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নততর জীবনের অধিকারী হয়। সমাজ উন্নতির পথে চলে। যুক্তিহীন অসত্য প্রচলিত ধারণা থেকে এবং নেশা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি ঘটিয়ে নতুন চিন্তার স্ফূরণ আর উন্নত জীবনধারার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মার্জিত ও রুচিশীল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রতিটি শিক্ষকদের। ছাত্র-ছাত্রীদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্কুল থেকেই শুরু হয়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিশ্চয়ই স্কুলের পরিবেশ পরিমণ্ডল সুন্দর হতে হবে।না হলে শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে মার্জিত রুচিশীল করে তুলতে পারবে না।চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বাথানমুড়া এডিসি ভিলেজ এর অন্তর্গত মান্ডব কিল্লা হাইস্কুলের পরিবেশ দিন বিষাক্ত করে তুলছে এলাকার মুষ্টিমেয় কিছু বখাটে নেশাখোর যুবক। সন্ধ্যা হলেই স্কুলের তিন দিকে বসে নেশাখোরদের আড্ডা।এই আড্ডাস্থলে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদের বোতল থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যের আহার প্রহার চলে গভীর রাত পর্যন্ত। যার ফলে স্কুলের পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে।স্কুলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যের বোতল ,বিভিন্ন ট্যাবলেট এর প্যাকেট থেকে শুরু করে ইঞ্জেকশন সিরিজ পর্যন্ত। এলাকাবাসী অতিষ্ঠ এই নেশাখোরদের দাপটে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা অতিষ্ঠ। এলাকার অভিভাবকরা অতিষ্ঠ। স্কুলের এসএমসি কমিটি পর্যন্ত অতিষ্ঠ। এছাড়াও স্কুলে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। শৌচালয়ের অবস্থা ভালো নয়। শৌচালয় এর মধ্যেও বিভিন্ন মদের বোতলের ছড়াছড়ি। পানীয় জলের সংকট রয়েছে। স্কুলের নাইট গার্ড নেই। স্কুলে বাউন্ডারি নেই।স্কুলে বাউন্ডারি না থাকার ফলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই নেশাখোরদের আড্ডা জমে বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রাইমারি সেকশন এর প্রধান শিক্ষক মনিরাম দেববর্মা। উনি যত্ন সহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখন করোনা কাল, স্কুল বন্ধ। যখন স্কুল খোলা থাকতো তখন প্রায় সময় স্কুলের কচিকাঁচা শিশুরা এসে জিজ্ঞেস করত স্যার এগুলো কিসের বোতল। তখন জবাব দিতে পারতাম না বলে জানান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রতিটি অভিভাবক তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় আদর্শ হিসেবে তার মনে একটি রূপকল্প তৈরি করতে যাকে কেন্দ্র করে সে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে পারে। কিন্তু এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা সেই কাজটা করতে পারছেন না এলাকার কিছু নেশাখোরদের দাপটে।এলাকাবাসী থেকে জানা যায় শুধু এই এলাকার নয় ,বিভিন্ন স্থান থেকেও বখাটে কিছু যুবক সন্ধ্যা হলেই নেশার আসরে যোগ দেয়।অতি দ্রুত এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছে অতি দ্রুত স্কুলটির চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার জন্য। যাতে করে শিক্ষার পরিবেশকে নেশাখোর যুবকরা কলুষিত করতে না পারে। এতদিন পর্যন্ত নেশাখোরদের দাপটে এবং প্রাণের ভয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং এলাকার অভিভাবকরা মুখ খুলতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তারাও মুখ খুললেন। সবাই চাইছে এই স্কুলের পরিবেশ যাতে সুন্দর হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যাতে স্কুলে এসে নেশা জাতীয় দ্রব্যের জিনিস না দেখতে হয়। তার জন্য এলাকার মানুষ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

উদয়পুরে ফল ও ফুলের বাগিচা নষ্ট করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। মন্দির নগরী উদয়পুরের রাজনগরের নারায়ণ নগর কলোনিতে ফুল ফল ও সবজি বাগান ও নার্সারি নষ্ট করে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।২০২০ ইং সনের জুন মাস থেকে উদয়পুরের দুইজন যুবক স্বপন শর্মা এবং অনুপ ভৌমিক উদয়পুর রাজনগরের নারায়ন নগর কলোনীতে ১৫ কানি জায়গায় সেরিকালচারের সাহায্যে বেশ কিছু ফুল ফল ও সবজি গাছ লাগিয়েছিল। একটি পুকুরও খনন করে কাজ শুরু করেছে মাছ চাষের জন্য। সাথে রয়েছে হাস মুরগ পালন করে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার প্রয়াস। লক্ষ্য ছিল নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি এলাকাটিকে উন্নত করে মিনি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা।এই লক্ষ্য নিয়ে যথারীতি কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে উদ্যোগী দুই যুবক খবর পায় কে বা কারা যুবকদের তৈরী করা বাগানে বেশ কিছু ফুল সবজি ফল গাছ নষ্ট করে দিয়েছে।খবর দেওয়া হয় পিআর ফাঁড়িতে।পুলিশ এসে সমস্ত ঘটনা দেখে গেছে এবং মালিক পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।ধারণা করা হচ্ছে রাএের অন্ধকারে সমাজ দ্রোহীরা একাজ সংগঠিত করেছে। জায়গার মালিক অনুপ ভৌমিক জানিয়েছে তাতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান তাদের প্রায় লক্ষ টাকার উপর গাছ নষ্ট করেছে দুষ্কৃতীরা। যারা এ কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য উদ্যোগী দুই যুবক এলাকার উন্নয়ন জন্য ছয় কানি জায়গা পরমানন্দ বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য দানও করেছে।এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ কর্মে এলাকার জনমণে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন উদ্যোগী ওই দুই যুবক শহর এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন।

সিপিএমের

● **আটের পাতার পর**

হবে। কারণ, করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রাজ্যের বি জে পি-আই পি এফ টি জোট সরকার কোভিড মোকাবেলায় চরম অবহেলা। করে চলেছে যা অমানবিক এবং গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ। রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরেই সরকারিহাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব। অথচ রাজ্যের দু'টি মেডিক্যাল কলেজএবং অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ কয়েক'শ তরুণ ডাক্তার বেকার বসে আছেন। তেমনি, বেশ কয়েক হাজার নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, অন্যান্য টেকনিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তরুণ-তরুনী, বেকার স্বাস্থ্য কর্মী বসে আছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রি প্রাপ্তরা, নার্সিং ও চিকিৎসা পরিষেবা বিষয়ক অন্যান্য টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা তাদের নিয়োগের জন্য বার বার দাবি জানিয়ে আসছেন। আই এম এ. এ টি জে ডি এইত্যাদি চিকিৎসকদের সংগঠন থেকেও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিপর্যয় এড়াতে এদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। সি পি আই (এম) বেশ কয়েকবার চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। বিশেষ করে কোভিড সংক্রমণ শুরুর পর রাজ্য সরকারের কাছে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বি জে পি-আই পি এফ টি জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত, চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের প্রশ্নে দ্রুত কোনও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী কোভিড মোকাবেলায় সামনের সারিতে লড়াইরত চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের রক্ষায়, রাজ্যবাসীকে রক্ষায় দ্রুততার সাথে নিয়োগের ব্যবস্থা করে হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব পূরণে ফের দাবি জানাচ্ছে। সমস্ত অংশের জনগণকে এ দাবিতে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

জনজাতিরা

● **প্রথম পাতার পর**

পাড়া ও শুক্রচার্য্য পাড়ার জনজাতিরা গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তার ঠাকুরছড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধে বসে। এলাকাবাসি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে উক্ত তিনটি পাড়ায় বিদ্যুত এবং পানীয় জলের সমস্যা চলতে থাকলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। অবরোধকারিরা আরো জানান, সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিকবার দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এমতাবসায় করোনা মহামারির চাইতেও বর্তমানে এলাকায় পানীয় জলের মারাত্মক ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।অবিলম্বে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় আগামী দিনের তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

দুস্কৃতিরা

● **আটের পাতার পর**

করতে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি মহকুমায় চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব , শিল্পী বুদ্ধিজীবী, তরুণ প্রজন্ম সহ সকল অংশের মানুষের কাছে ব্যপক জনমত গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন এফডিপিএমসি-র নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেন, সাংবাদিকের উপর হামলার বিরুদ্ধে সুশীল সমাজ-কে এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন নাগরিক-দের প্রতিবাদী হতে হবে। কারণ, সাংবাদিক-রা মানুষের জন্যই সর্বক্ষণ নিজেদের উতর্গিত করে চলেছেন। সংগঠনের সদস্য তথা আগরতলা প্রেস ক্লাব-র সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, বিষয়টি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী-র গোচরে নেওয়া হয়েছে। আহত সাংবাদিক রাহুল দাস-কে উন্নত চিকিতার জন্য গি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, সিপিএম পলিটব্যুরোর কাছে সমস্ত বিষয় পত্র মারফত জানানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গে

● **প্রথম পাতার পর**

আসছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১২ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজই রাজ্যে আসছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চার প্রতিনিধির দল। নেতৃত্বে থাকবেন অতিরিক্ত সচিবস্তরের আধিকারিক। তাঁরা রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে বলে জানা গিয়েছে।

হাইকোর্ট

● **প্রথম পাতার পর**

সুপার এবং সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-কে নোটিশ পাঠিয়েছে। কালকের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশী এবং বিচারপতি এস তলাপাত্রর ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলায় শুনানি হবে।

দলনেতা

● **প্রথম পাতার পর**

কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সংক্রমণ কম দেখাচ্ছে সরকার।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সহকারে দেখার কথা বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে বলে জানান শ্রী সরকার। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে রাজ্যের প্রবেশ পথগুলোতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে কোনো রকম গাফিলতি করলে চলবে না।

কলকাতা প্রেসক্লাবে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-র সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ৬ মে(হি.স.) : কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-র সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার দেড় মাস পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মিসবাহ আহমেদ(২৫)। আশফাক আহমেদের ছেলে পার্ক স্ট্রিটের অন্তর্গত ৮৭ মুজাফফর আহমেদ-র বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার তার গ্রেফতারের বিষয়ে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক মুরলীধর শর্মা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত স্বয়ং থানায় আত্মসমর্পণ করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৩ মার্চ কলকাতা প্রেসক্লাবে 'অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন'-র উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-র সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং আয়োজক সংস্থার উদ্দেশ্য করে একটি প্রশ্ন করেন। এরপর অভিযুক্ত এগিয়ে এসে সাংবাদিকের পরিচয় জানতে চায় এবং তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এমনকি সাংবাদিককে ঘুসি ও মারধর করার হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্যাতিত সাংবাদিক সেদিনই ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর থেকে অভিযুক্ত গা-ঢাকা দেয়। দীর্ঘ দেড় মাস পুলিশের তল্লাশির পর এদিন তিনি স্বয়ং থানায় আত্মসমর্পণ করে।

এই ঘটনার মাঝে অভিযুক্তর করোনা সংক্রমণ হয়েছিল।

গত ২২ এপ্রিল অভিযুক্ত স্বয়ং নির্যাতিত সাংবাদিকদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তার করোনা সংক্রমিত হওয়ার খবর জানান। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-র সাংবাদিক ওম প্রকাশ তাকে সুচিকিৎসা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। চিকিৎসায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন ওম প্রকাশ। এরপর অভিযুক্ত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তার সুস্থতার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন নির্যাতিত সাংবাদিক। সাংবাদিকের সরল ব্যবহার ও সহযোগিতার মানসিকতা অনুভব করে সুস্থ হওয়ার পর এদিন তিনি থানায় গিয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

রুদ্রনীলের বিরুদ্ধে 'মি টু' অভিযোগ, হইচই ফেলেছেন নীলাঞ্জনা

কলকাতা, ৬ মে (হি স) : নীলাঞ্জনা পাণ্ডে এক মহিলা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে চরিত্রহননের অভিযোগ করেছেন অভিনেতা তথা ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে চর্চা হচ্ছে। রুদ্রনীল অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

৩৬ বছর বয়সী ওই মহিলা অভিযোগ করেন যে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ তাঁকে অত্যন্ত কুরুচিকর মেসেজ করেছিল যৌনতার বিষয়ে। শুধু তাই নয়, যৌনাঙ্গ নিয়েও খুব খারাপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। সেই সঙ্গে রুদ্রনীলের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। এতটাই খারাপ ভাষায় ওই মেসেজ লেখা হয়েছিল যে অন্য কেউ দেখে ফেলার ভয়ে তিনি তা মুছে দিয়েছিলেন। তাই এখন আর কোনও প্রমাণ নেই। ঘটনার সূত্রপাত ২০১২ সালে। সেই সময়ে অভিনেতা পরমব্রত-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি প্রযোজনা সংস্থা খুলেছিলেন রুদ্রনীল। সেই সংস্থায় নীলঞ্জনা চিত্রনাট্যকার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়েই তাঁকে যৌনাঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন রুদ্রনীল।

আইএনপিটি

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে মাস ছয়েক আগেও ত্রিপুরায় ৭ থেকে ৮টি জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল ছিল। কিন্ত, এখন এক বা দুইটি দল রাজনীতির ময়দানে টিকে রয়েছে। তাঁর দাবি, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বার্থে আজ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একটি পরিচয়ে জনজাতিদের স্বার্থে লড়াই-এ আইএনপিটি আজ তিপ্রা মথায় মিশে গেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ৭০ বছর ধরে সম্প্রদায়গত এবং আদর্শগত আমরা বিভাজিত হয়ে রয়েছি। তাই, ঐক্যবদ্ধভাবে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে লড়াই-এ আমরা একজোট হয়েছি।

এদিন বিজয় কুমার রাঙ্খল বলেন, তিপ্রা চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে দলকে আরো শক্তিশালি করার লক্ষ্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাতে, অনেকেই অসন্তষ্ট হয়েছেন ঠিকই। কিন্ত, পুরনো সাথীরা আমাদের বুঝবেন এবং একত্রিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দেবেন এমনটাই আশা রাখছি। তিনি বলেন, সামাজিকভাবে আমাদের দীর্ঘ সময় বয়কট করা হয়েছে। ভাষাগত এবং ঐতিহ্যগত পোশাক পরিধানেও আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত, আজ আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি এবং তাতে গর্বিত বোধ করছি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা এবং আইএনপিটি জোট বেধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং ২৮টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

প্রতিবাদ

● **প্রথম পাতার পর**

সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত দলীয় কর্মী সমর্থকদের পাশে রয়েছে ত্রিপুরা দেশের সমস্ত দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা।

কমলাসাগরে ডিওয়াইএফআই'র সেনিটাইজেশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। করোনা পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থীরা যাতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় সে জন্য ডি ওয়াই এফ আই কমলাসাগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কমলাসাগর কসবা কালীবাড়ি মন্দির চত্বরে সেনিটাইজার করা হয়। রাজ্যে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে কমলাসাগর ডি ওয়াই এফ আই অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কমলাসাগর কসবা কালীবাড়ি মন্দির চত্বরে সেনিটাইজ করা হয়। কমলাসাগর কসবা কালীবাড়ি মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থী এবং এলাকার স্থানীয় জনগণ যাতে সেই মহামারী সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায় সেই লক্ষ্যে কমলাসাগর ডি ওয়াই এফ আই অঞ্চল কমিটি এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমলাসাগর কসবা কালীবাড়ি মন্দিরের আনাচে কানাচে রাস্তাঘাট এবং দোকানপাঠ গুলিতে সেনিটাইজ করা হয়। ডিওয়াইএফআইর এই উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য বাংলায় পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে বাম সংগঠনগুলোর অনেকটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কমলাসাগর ডি ওয়াই এফ আই অঞ্চল কমিটি সেবামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির বাম যুব সংগঠনের নেতা হিরণ্ময় নারায়ন দেবনাথ, ডি ওয়াই এফ আই কমলাসাগর অঞ্চল সম্পাদক রাজেশ দত্তএবং কৃষ্ণপদ ভৌমিকসহ অন্যান্যরা। তারা বলেনকোভিড মহামারীর সংক্রমণে রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবে ডিওয়াইএফআই সংগঠন। আগামী দিনেও জারি থাকবে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি বলেও জানান যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার উর্ধমুখী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রয়োজনে কনটেইনমেন্ট জোন করার উপর বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বহিরাজ্য থেকে ট্রেনে যে সমস্ত যাত্রীরা রাজ্যে আসছেন তাদের টেস্টিং-এর জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রেল স্টেশনগুলিতে টেস্টিং ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে দেশের হটস্পট জোন থেকে আগত যাত্রীদের টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে স্বাস্থ্য দফতর।

আজকের পর্যালোচনা বৈঠকে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল-আগরতলা শহর এলাকায়, বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড, বাজার, রেলস্টেশন এবং অফিসগুলিতে রেন্ডম কোভিড টেস্টিং করা। ৪৫-৬০ বছর পর্যন্ত সকলকে আগামী ৭দিনের মধ্যে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে জেলাশাসকগণ বি এল ও-দের সহায়তায় উক্ত বয়সীদের চিহ্নিত করে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসবেন। টিকার প্রথম ডোজের ক্ষেত্রে শহর এলাকার সেন্টারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে, ভলান্টারি লকডাউনের ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করে তোলা। অর্থাৎ জনগণ যাতে স্বেচ্ছায় বাড়ির বাইরে বের না হন। কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নাগরিকরা যাতে বাড়ির বাইরে না বের হন তারজন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি মাস্ক পড়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করার উপর সচেতনতামূলক প্রচার অব্যাহত থাকবে। সভায় সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে কোনো প্রকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে জমায়েত করা যাবেনা। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ২ জন নোডাল অফিসার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। একজন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদস্থ আধিকারিক এবং অন্যজন স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক।

প্রত্যেক কোভিড কেয়ার সেন্টারে ২৪ ঘন্টার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স রাখা হবে বলে আজকের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলাস্তরে একজন ফিজিসিয়ান প্রতিদিন কোভিড কেয়ার সেন্টারে থাকা রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে তদারকি করবেন এবং ৭২ ঘন্টা অন্তর অন্তর হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের শারীরিক বিষয়ে খোজখবর নেবেন। বাজারগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা ও মহকুমা প্রশাসন বিশেষ নজরদারি চালাবেন। বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ভীড় এড়াতে দোকান খোলার সময়সীমা নির্ধারিত করা, বাজার প্রশস্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে। এরজন্য জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ এনফোর্সমেন্ট টীম গঠন করা হবে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যেসব জওয়ানরা বহির্রাজ্যে থেকে আসছেন তাদের সকলের টিকাকরণ এবং যাদের সংক্রমণের লক্ষণ রয়েছে তাদের আইসোলেশনে রাখার বিষয়ে বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভায় বি এস এফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে রাজ্যে তারা ১২টি কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু করবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা শাসকগণ এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। আজকের বৈঠকে কোভিড চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ এবং অক্সিজেনের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। জরুরী এইসব বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা ও তদারকি করার উপরও বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা সময়ে সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যেভাবে কাজ করছেন তার জন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভায় স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্ত, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রশান্ত কুমার গোয়েল, রাজস্ব দফতরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, বি এস এফ, এর্য়াপোট অথোরিটির প্রতিনিধি সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শেষে রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান সচিব আর পি মীনার প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ এবার তিনশ-র দরজায় পৌছে গেল। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩০০ জন করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য, আবারও নমুনা পরীক্ষার সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণেই অধিক মাত্রায় করোনা আক্রান্তের খোজ পাওয়া গিয়েছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ফের ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, ১৪৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি-ও পেয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনা সংক্রামিত এবং রোগ মুক্তি পেয়েছেন। তবে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৪৪ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ১৯৭৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৭৫২ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৪৬০০ জন মোট ৫৩৫২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৫৮ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ২৪২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৩০০ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৪৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৯৭৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৬৫৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৪০৯৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৪.৯৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৩.৪৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১০ শতাংশ। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪০১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ আবারও দেড় শতক-র কাছাকাছি পৌছে গেছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৪৪ জন, দক্ষিন জেলায় ১২ জন, গোমতি জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ৩৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৭ জন, উনকোটি জেলায় ২৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

নাম জড়ালো অলিম্পিক্স পদকজয়ী সুশীল কুমারের

সুশীল কুমারের নামে অভিযোগ দায়ের হল উত্তর দিল্লিতে। এক কুস্তিগিরের মৃত্যু ঘিরে নাম জড়ালো অলিম্পিক্সে পদক জয়ী এই কুস্তিগিরের। বেশ কিছু কুস্তিগিরের মধ্যে ঝগড়া এবং তা থেকে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে যেতে থাকে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে নির্মমভাবে আঘাত করতে থাকে বলে অভিযোগ। ক্রমশ বাড়তে থাকে হিংসা। তাতেই ওই কুস্তিগিরের মৃত্যু হয়েছে বলে উত্তর দিল্লি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।২৩ বছরের ওই কুস্তিগিরের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে ছত্রাসাল স্টেডিয়ামের উত্তর দিকে। পুলিশ সুত্রে জানানো হয়েছে সুশীল, অজয়, প্রিন্স, সনু, সাগর, অমিত এবং আরও কয়েকজন কুস্তিগিরের মধ্যে ঝগড়া এবং মারামারি হয় স্টেডিয়ামের গাড়ি রাখার জায়গায়। সেখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় এক কুস্তিগিরের। আহত হয়েছেন আরও ২ কুস্তিগির। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উত্তরপূর্ব) গুরিকবাল সিংহ সিধু বলেন, ''ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখানে ৫টি গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। একটি স্করপিয়ো গাড়ির মধ্যে ডাবল ব্যারেল বন্দুক এবং ৫টি কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। কিছু লাঠিও পাওয়া গিয়েছে। সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'' কুস্তিগিরের মৃত্যুতে নাম জড়ালো অলিম্পিক পদকজয়ী সুশীল কুমারের। ২৩ বছরের কুস্তিগিরের মৃত্যু হয় উত্তর দিল্লির ছত্রাসাল স্টেডিয়ামে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে উত্তর দিল্লি থানায়। কয়েকজন কুস্তিগিরের কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয় হাতাহাতি। একে অপরকে প্রচন্ড মারধর করে বলে অভিযোগ। উত্তেজনা বাড়লে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মারামারি থেকেই এক কুস্তিগিরের মৃত্যু হয়। এমনই জানিয়েছে পুলিশ। আরও জানানো হয়েছে সুশীল, অজয়, প্রিন্স, সনু, সাগর, অমিত এবং আরও কয়েকজন কুস্তিগিরের ঝগড়া ও মারামারি হয় স্টেডিয়ামের গাড়ি রাখার জায়গায়। সে থেকেই ঘটনার সূত্রপাত এবং শেষ পর্যন্ত এক কুস্তিগিরের মৃত্যু। আহত হয়েছেন আরও দুই কুস্তিগির। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উত্তরপূর্ব) গুরিকবাল সিংহ সিধু জানিয়েছেন, 'ঘটনাস্থলে ৫টি গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। একটি গাড়ির মধ্যে ডাবল ব্যারেল বন্দুক এবং ৫টি কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। কিছু লাঠিও পাওয়া যায়। সব কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

আইপিএলে ফের গড়াপেটার ছায়া গ্রেপ্তার দিল্লি স্টেডিয়ামের সাফাইকর্মী

করোনার জেরে এবারের আইপিএল স্থগিত করার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নতুন এক বিতর্ক। আইপিএলে আবার গড়াপেটার ছায়া। যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের (ফিরোজ শাহ কোটলা) এক সাফাই কর্মীকে।ওই সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বল টু বল বেটিং করেছেন। দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান সাব্বির হোসেন শেখাদাম এ খবর নিশ্চিত করেছেন। বল টু বল বেটিংকে আবার পিচ সাইডিংও বলা হয়। মাঠে বসা দর্শকদের থেকে টিভির দর্শকরা কয়েক সেকেন্ড পর খেলা দেখেন। অর্থাতকোনও বলে আউট হচ্ছে না বাউন্ডারি হচ্ছে, সেটা গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা আগে দেখতে পান। এবার দর্শকশূন্য মাঠে হচ্ছিল আইপিএল। আর সেই সুযোগেই মাঠের ''লাইভ আপডেট'' ফোন মারফত দিচ্ছিলেন ওই সাফাই কর্মী বলেই অভিযোগ।তাঁর কাছে আইপিএলের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড থাকায় মাঠে ঢোকা নিয়ে কোনওরকম সমস্যা ছিল না। ঘটনাটা ঘটে দিল্লিতে বিকেলের একটি ম্যাচের সময়। ওই ব্যক্তিকে নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলতে দেখেই সন্দেহ হয় দুর্নীতি দমন শাখার অফিসারদের। সন্দেহ বাড়ে তাঁর হাতে দু''টো মোবাইল দেখে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান জানিয়েছেন, ''স্টেডিয়ামের মধ্যে একটা নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ওই সাফাইকর্মী। ওখানে আর কেউ ছিল না। আমাদের এক অফিসার ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে ওখানে কী করছে? ও বলে ওর বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছে। আমার অফিসার ওকে সেই নম্বরে ফোন করতে বলে। আর ফোনটা নিয়ে নেয়। একদম স্পট থেকেই ধরে ফেলা হয় ওকে।'' মনে করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে বুকিদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিতেন।এরপর পুরো ব্যাপারটা দিল্লি পুলিশকে জানানো হয়। তবে শুধু ওই সাফাইকর্মী নয়, দিল্লি পুলিশ স্টেডিয়াম চত্বর থেকে আরও দু''জনকে গ্রেপ্তার করে। যাদের কাছে আইপিএলের নকল অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন শাখার প্রধানের কথায়, ''পুরো ব্যাপারটা দিল্লি পুলিশকে জানানো হয়।

বাড়তে পারে জরুরি অবস্থার মেয়াদ, ফের আশঙ্কায় অলিম্পিক্স

করোনার নতুন সংক্রমণে জাপানে এখন কঠোর জরুরি অবস্থা চলছে। যা আর এক বার টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে।শুধু টোকিয়ো নয়, জাপানের অনেক বড় শহরেই সংক্রমণ সাঙ্ঘাতিক বেড়ে গিয়েছে। সংক্রমিত অন্য শহরগুলির মধ্যে রয়েছে ওসাকা, কিয়োতো ও হয়োগো। পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে শুক্রবারই হয়তো সে দেশে জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে। যা শুরু হয়েছিল গত ২৫ এপ্রিল।অলিম্পিক্স শুরু হওয়ার কথা ২৩ জুলাই। মাঝখানে সময় খুব বেশি নেই।ইতিমধ্যেই জাপানের এক বড় অংশের মানুষ অলিম্পিক্স আয়োজনের বিরোধিতা করেছেন। বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ও চিন্তায় রেখেছে সংগঠকদের। শোনা যাচ্ছে, শেষপর্যন্ত অলিম্পিক্স হলেও কোনও দর্শক সম্ভবত স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখতে পারবেন না। এমনিতে অলিম্পিক্স হওয়ার কথা ছিল গত বছরই। কিন্তু অতিমারির জন্য তা বাতিল করতে হয়।এ দিকে, এই কঠিন অবস্থার মধ্যেও বুধবার সাপ্পোরো শহরে একটি হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা হয়েছে। যাকে অলিম্পিক্স প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবেই ধরা হচ্ছে।জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিদে সুগা-এর মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা। সে দেশের প্রথম সারির এক দৈনিকের খবর, মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারটা মোটামুটি নিশ্চিত। তার কারণ এখনও সংক্রমণ আটকানো যাচ্ছে না। অবশ্য জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়লেও সেটা কত দিনের জন্য হতে পারে, তা পরিষ্কার নয়। ওসাকার রাজ্যপাল মনে করেন, নতুন করে জরুরি অবস্থার মেয়াদ অন্তত এক মাসের জন্যহওয়াটা কাম্য।যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সেটা কার্যকর হলে অলিম্পিক্সের আগে আয়োজক কমিটির হাতে সময় পড়ে থাকছে খুবই কম। স্বভাবতই 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' আদৌ এ বারও হবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই ব্যাপারে এখনও প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এ দিকে, এ'মাসের শেষেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রেসিডেন্ট থোমাস বাখের জাপান সফরে যাওয়ার কথা। সেই সফরও বাতিল হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হলে অলিম্পিক্স বাতিলের দাবিও জোরদার হতেই পারে। অন্তত জনমত সমীক্ষা সে রকমই বলছে।এমনিতে জাপানে এখন রেস্তরাঁ এবং বিনোদনমূলক সব কেন্দ্রই বন্ধ। সঙ্গে কোনও খেলাই দর্শকেরা স্টেডিয়ামে বসে দেখতে পারছেন না। তাই অলিম্পিক্স বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।অবশ্য আইওসি এবং সংগঠকরা এখনও দাবি করে যাচ্ছেন, কোনওকিছুই বাতিল হবে না। এমনকি বাখও আশঅবাস দিয়েছেন যে, সে রকম কোনও পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। সবকিছুই নাকি জাপান সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে।

ফাইনালে চেলসি

ছন্নছাড়া রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে চেলসি। ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে চেলসি। এদিন রিয়ালের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছিল চেলসি। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লিগে এদিন ২-০ গোলে নিজেদের ঘরের মাঠে রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দেয় টমাস টুখেলের দল। একের পর আক্রমণে রিয়ালের রক্ষণে ভীত নাড়িয়ে দেয় চেলসি। অন্যদিকে রক্ষণ, মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগ কোনো জায়গায়তেই প্রত্যাশিত ফুটবল খেলতে পারেনি। পুরো ম্যাচেই ছন্নছাড়া লেগেছে জিদানের ছেলেদের।প্রথমার্ধের শুরু থেকেই একচেটিয়া বল দখলে আধিপত্য নেয় চেলসি। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে খেলার ১০ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করে রিয়াল মাদ্রিদ। টনি ক্রুসের অনবদ্য শট রুখে দেন চেলসি গোলরক্ষক এদুয়াঁ মঁদি। এরপর পাল্টা আক্রমণে যায় চেলসি। জার্মান ফরোয়ার্ড ভেরনার বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। ২৬ মিনিটে করিম বেনজেমার জোরালো শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন গোলরক্ষক মঁদি।

চলতি বছরই দেশের বাইরে হতে পারে আইপিএলের বাকি ম্যাচ

করোনার জেরে মাঝপথে এসেই স্থগিত হয়ে গিয়েছে এই মরশুমের আইপিএল। ক্রিকেটারদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভারতীয় বোর্ডের। কিন্তু এর মধ্যেও আশা ছাড়ছে না বিসিসিআই। চলতি বছরই বাকি টুর্নামেন্ট আয়োজনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। ক্রিকেট মহলের অন্দরে কান পাতলে অন্তত তেমনটাই শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে, চলতি বছরের শেষের দিকেই অসম্পূর্ণ আইপিএলের বাকি ম্যাচের সাক্ষী থাকতে পারবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, অতিমারীর মধ্যে সুরক্ষিতভাবে কোথায় টুর্নামেন্টের আসর বসানো সম্ভব? শোনা যাচ্ছে, এ বছরের শেষের দিকে ভারতে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও আপাতত এদেশে আইপিএল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বায়ো-বাবলে ক্রিকেটারদের রাখার পরও করোনা সংক্রমণের যা অভিজ্ঞতা হল, তার পর আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না গভর্নিং বডি। তাছাড়া ভারতে কোভিডের ভয়াবহতা দেখে ত্রস্ত বিদেশি ক্রিকেটাররা। বাড়ি ফেরার জন্য তৎপর তাঁরা। ফলে অতিমারীর মধ্যে তাঁরা ভারতে ফিরতে চাইবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে তাই বাইরের কোনও দেশেই আইপিএলের আসর বসতে পারে। এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যেখানে গত বছর সংক্রমণের মধ্যেও সফলভাবে টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল বিসিসিআই। তাছাড়া ভারত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সরে আমিরশাহী চলে গেলে এক্ষেত্রে আইপিএল আয়োজনে সুবিধাই হবে। ২২ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরু আগে সে দেশেই আইপিএলের ৩১টি ম্যাচ খেলে নিতে পারবেন ক্রিকেটাররা। তবে একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের কাছে থাকছে আরও দু'টি বিকল্প ভেন্যু। একটি ইংল্যান্ড এবং অন্যটি অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আগামী মাসেই ইংল্যান্ড যাচ্ছে কোহলি অ্যান্ড কোং তারপর পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য সেখানেই থাকবে দল। সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টোবরের শুরুর ফাঁকা সময়টায় ইংল্যান্ডেই আইপিএলের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে তা একমাত্র সম্ভব যদি ব্রিটেনের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়। এদিকে, বিসিসিআই চাইলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তির পথে এগোতে পারে। চলতি বছর সে দেশে হবে বিশ্বকাপ। আর ২০২২ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব নেবে ভারত। তাহলে এই বছর ডনের দেশেই হতে পারে আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলি। এবার দেখার, ভেন্যু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন পথে এগোয় ভারতীয় বোর্ড। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি, সম্প্রচারকারী সংস্থা, স্টেকহোল্ডাররা চলতি বছরই ফের আইপিএল হওয়া নিয়ে বেশ আশাবাদী।

মলদ্বীপ হয়েই দেশে ফিরবেন আইপিএলে থাকা অজি ক্রিকেটাররা

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স) : আইপিএল মাঝপথে স্থগিত হয়ে গেলেও অজি ক্রিকেটারদের দেশে ফেরায় বাদ সেধেছে তাদের দেশের সরকারি নিয়ম। ফলে মলদ্বীপে কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরতে হচ্ছে স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নারদের। এই পথে দেশে ফেরার রাস্তা দেখিয়েছেন প্রাক্তন অজি ওপেনার তথা আইপিএল ধারাভাষ্যকর মাইকেল স্লেটার। আইপিএল স্থগিত হওয়ার পরই মলদ্বীপে ছুটি কাটাতে চলে যান তিনি।

মঙ্গলবার হঠাৎ করে চতুর্দশ আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর অজি ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফ এবং ধারাভাষ্যকারের দেশে ফেরা নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন-র এক বিবৃতি দিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে,আইপিএলে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ এবং ধারাভাষ্যকররা মলদ্বীপ হয়ে দেশে ফিরবে।'

ভারতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরই ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মতো অস্ট্রেলিয়া সরকারও ভারতের সঙ্গে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। আগামী ১৫ মে পর্যন্ত ভারত থেকে কোনও বিমান সে দেশে অবতরণ করবে না বলে সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই আশঙ্কা করেই আইপিএল স্থগিত হওয়ার আগেই দেশে ফিরে গিয়েছেন তিন অজি ক্রিকেটার। কিন্তু আইপিএল স্থগিত হওয়ার পরও ভারত থেকে সরাসরি দেশে ফিরতে পারছেন অজি ক্রিকেটাররা।

ফলে স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, ম্যাক্সওয়েল, কামিন্সদের মলদ্বীপ হয়ে দেশে ফিরতে হচ্ছে। কারণ অস্ট্রেলিয়া সরকারের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেশে ফেরার আগে শেষ ১৪ দিন ভারতে থাকলে সেক্ষেত্রে তাঁর জরিমানা এবং জেল হতে পাবে। বাকি অজি ক্রিকেটাররা মলদ্বীপ হয়ে দেশে ফিরলেও এখনই বাড়ি ফেরা হচ্ছে না চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ তথা অজি প্রাক্তন ব্যাটসম্যান মাইক হাসির। কারণ বুধবারই হাসির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত দিল্লিতেই থাকবেন হাসি। তাঁর সমস্ত দেখভাল করবে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি।

স্পেনের "বিস্ময়বালক"কার্লোস আলকারাস হারলেন নাদালের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.) : নিজের ১৮তম জন্মদিনে কার্লোস আলকারাস তাঁর আদর্শ রাফায়েল নাদালের কাছে পরাজিত হলেন। বুধবার মাদ্রিদ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাসকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাফা। জিতলেন ৬-১, ৬-২। তাঁকে বলা হচ্ছে স্পেনের টেনিসের নতুন তারা। যিনি ছেলেবেলা থেকেই রাফায়েল নাদালের ভক্ত। তাঁর খেলা দেখেই নিজেকে তৈরি করছে। বুধবার নিজের ১৮তম জন্মদিনে আলকারাস মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁর আদর্শ রাফার। ম্যাচের আগে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আঠারোয় পা দেওয়ার মুহূর্তটা নাকি বিশেষ একটা ঘটনা। কিন্তু আমার কাছে, সেটা তার চেয়েও বেশি। কারণ আঠারোয় পা দিয়েই আমি বিশ্বসেরা খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নামার সুযোগ পাচ্ছি।" আগামী ১৫ বছর কে স্পেনের টেনিসকে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় প্রশ্নে এখনই অনেকে আলকারাসের নাম বলছেন। তাই জীবনে প্রথমবার ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নাদালের বিরুদ্ধে নেমে এই কিশোর কী করেন, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল টেনিস মহলে। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর খুয়ান কার্লোস ফেরেরো এখন আলকারাসের কোচ। এই ম্যাচ নিয়ে পেরেরো বলেছিলেন, "রাফা ভাল করেই আলকারাসকে চেনে। অস্ট্রেলিয়াতে ওরা দু'জন একসঙ্গে অনুশীলনও করেছিল এ'বছর। শুধু চেনে না, রাফা এটাও জানে যে আমার ছাত্র যে কোনও সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্লে কোর্টে খেলা বলেই জানতাম লড়াইটা রাফার সঙ্গে আলকারাসের মানসিক শক্তিরও। ছেলেটা কতটা চাপ নিতে পারবে, সেটাই দেখার ব্যাপার ছিল।" ফেরেরো আশার কথা শোনালেও, চাপ অবশ্য নিতে পারলেন না আলকারাস।

NOTICE INVITING. TENDER NO.0112021-22.

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from resourceful suppliers for supplying Forms / Stationeries, Binding of registers & Printing etc, for the year **2021-22.** The last date of dropping the tender is on **28/05/2021 up to 4 PM.**

The detailed tender notice along with list of articles as well as terms and conditions may be obtained at free of cost from the office of the undersigned and also can be seen on the office notice board of the undersigned on any working day during office hours.

(Dilip Ray)
Principal
KTDS Police Training Academy
Tripura: Narsingarh.

Copy for Kind information to:-

1) The Director, Information & Cultural Affairs , Tripura, Agartala. He is requested to publish the notice in three local daily news papers (one day) and 06 (six) spare copies and one soft copy of the tender notice is enclosed.

(Dilip Ray)
Principal
KTDS Police Training Academy
Tripura: Narsingarh.

ICA-C-406/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

PNIT NO.SF/JMP/02/2021-22.

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Jampuijala Block under Jampuijala Sub-Division producing available quantity fish fingerling in their owned/lease out water bodies for supply of **Mixed Verity** (Silver carp-10%,Rohu 40% & Mrigal 30%, Common carp -20%), fingerlings in different Village Committees areas under the aforesaid Block/Sub-Division **during the year 2021-22.** The last date of submission the tender is upto **3.00 PM of 28/05/2021 through register post/speed post/Courier Service** & tender will be opened on **29/05/2021** at 12.00 Noon. The dropping of tender will be eligible for only within Jampuijala Block area. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 3.00 PM of **18/05/2021**, on any working days for collection of the tender form and detailed terms and condition. Tender form will be available from **05/05/2021** onwards up to **18/05/2021** on any working days up to 3.00 PM.

(H. SARKAR)
Supdt. of Fisheries,
Jampuijala,Sepahiiala District

ICA-C-399/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned during the F.Y 2021-22 on behalf of the Governor of Tripura from the Bonafide Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of **DHARMANAGAR** Subdivision producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings in different G.P/V.0 under the **Kadamtala Block** of Dharmanagar Sub-division during the year 2021-22. The last date of submission the tender is **21-05-2021 upto 4.00 PM.** The dropping of tender will be eligible for only within **Kadamtala Block** of Dharmanagar Subdivision. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **16-05-2021,** on any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

(B.Roy)
Supdt. of Fisheries
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-420/2021-22

PNIe-T No: - 19/EE/DWS/DIVN/UbP/2021 - 22 bate: 01 -05-2021
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for Completion
1	DNIeT No:08/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹76,37,331.20	₹76,373.00	₹2,500.00	150 (One Hundred fifty) Days
2	DNIeT No:09/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹76,37,331.20	₹76,373.00	₹2,500.00	
3	DNIeT No:10/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹76,37,331.20	₹76,373.00	₹2,500.00	
4	DNIeT No:11/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹76,37,331.20	₹76,373.00	₹2,500.00	
5	DNIeT No:12/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹76,37,331.20	₹76,373.00	₹2,500.00	

1. Deadline for online biding :- Up to 13.00 Hrs on 21-05-2021
2. Time & date of opening of online bid :- At 15.30 Hrs on 21-05-2021 if possible
3. Class of Bidder:- Appropriate Class./ category as per Nle-T
4. Place for opening of online bid:- Office of the Executive Engineer,DWS Division Udaipur, Gomti District
5. Website for online bidthg,- **httns://tripuratenders.gov.in**

All details Can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**

For details please visit **www.tripuratendvrs.gov.in and for any query please contact:- 9774452561**

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. Dibyendu Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Udaipur,
Gomati District, Tripura

ICA-C-426/2021-22

রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে চেলসি

লন্ডন, ৬ মে(হি.স.) : রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছল চেলসি। বুধবার রাতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে রিয়াল মাদ্রিদকে ২-০ হারিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে 'দ্য ব্লুজ'। এবার ফাইনালে ইংল্যান্ডের দুটি ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে চেলসি। সেমিফাইনালের প্রথম খেলায় রিয়ালের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল চেলসি। এদিন জিনেদিন জিদানের দলকে ২-০ হারিয়ে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ফাইনালের টিকিট জোগাড় করল ইংল্যান্ড ক্লাবটি। টিমো ভেরনারের গোলে চেলসি এগিয়ে যাওয়ার পর শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ান ম্যাসন মাউন্ট। পুরো ম্যাচে আধিপত্য ছিল চেলসির।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বুধবার ইতিহাস গড়ল চেলসি। প্রথমবার ম্যানেজার হিসেবে টমাস টুখেল দু'টি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে টানা দ্বিতীয়বার দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুললেন। গত মরশুমে এই জার্মান ম্যানেজারের কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলেছিল পিএসজি। ফাইনালে ফরাসি দলটি অবশ্য হেরেছিল বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। এবার চেলসির কোচের দায়িত্ব নিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে তুললেন টুখেল।

এনিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল তারা। তিনবারই টুর্নামেন্টের মাঝপথে কোচ পরিবর্তন করে সাফল্য পেল 'দ্য ব্লুজ'। প্রথমবার ২০০৭-০৮ মরশুমে হোসে মোরিনহোকে টুর্নামেন্টের মাঝপথে আব্রাম গ্রান্টকে কোচ করে ফাইনাল উঠেছিল চেলসি। তবে সেবার ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হেরেছিল তারা।

PNIeT NO- 03/EE/PWD(DIVS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details arc below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.376/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	18-05-2021
2	DNIe-T No.377/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	
3	DNIe-T No.378/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	
4	DNIe-T No.379/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2176662.00	
5	DNIe-T No.380/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2176662.00	
6	DNIe-T No.381/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1304492.00	
7	DNIe-T No.382/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2176662.00	
8	DNIe-T No.383/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	966312.00	
9	DNIe-T No.386/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	870664.00	
10	DNIe-T No.387/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	584879.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura
dt. 26-04-2021

Memo No.F.8(2)/EE/PWD(DWS)/AMB/ 933-75
To
The Director of ICA, Agartala along with copies of the PNIeT with a request for wide publication of FORMAT - A minimum 1(One) insertion in 4(Four) leading local newspapers of Tripura. He is requested to sending confirmation letter in support of publication & he is also requested to inform the respective Editor of Newspaper for sending 1(one) paper cutting of each news paper for finalizing the tender.

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-412/2021-22

ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের পর সাংবাদিকের পিঠে কাস্তে-হাতুড়ি তারা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিলেন দুস্কৃতিরা

আগরতলা, ৬ মে (হি. স.)।। রাজনৈতিক দল আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা কর্মরত সাংবাদিকর উপর বর্বরোচিত হামলা করেই থেমে থাকেননি। তারা ওই সাংবাদিকের পিঠে কাস্তে-হাতুড়ি-তাঁরা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। দুস্কৃতিদের হামলার ভয়াবহ কাহিনী আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছেন ত্রিপুরার খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় কর্মরত সাংবাদিক রাহুল দাস। নজিরবিহীন বর্বরোচিত ওই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি(এফডিপিএমসি)। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দোষীদের পুলিশ হেফাজতে রেখে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে নাসায় মামলা নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গত ৩ মে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সাংবাদিক রাহুল দাসের উপর হত্যার উদ্দেশে নৃশংস হামলা চালিয়েছিল রাজনৈতিক দল আশ্রিত কতিপয় দুঃস্কৃতি। ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় ও পিঠে আঘাত করেছিল তারা। সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ৫ মে দুপুর পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় আগরতলা থেকে

তেলিয়ামুড়ার কর্মরত সাংবাদিকরা রাহুল দাসের চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেফতরের দাবীতে থানার সামনে সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়ায় ছুটে যান। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অপরাধীদের গ্রেফতরের দাবীতে থানার সামনে গণঅবস্থানে বসেন। চাপে পড়ে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ ঐদিন সন্ধ্যার আগেই ছয়জনকে গ্রেফতার করেন।

আজ আহত সাংবাদিক রাহুল দাস সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আক্রমণকারী দুর্বৃত্তরা কংগ্রেস দল আশ্রিত এবং আক্রমণ চালিয়ে তার পিঠে কাস্তে-হাতুড়ি-তাঁরা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে তাকে রক্তাক্ত করেছে এবং তার মাথায় ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে।

ওই ঘটনায় এফডিপিএমসি-র সাধারণ সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে দুটি দাবী উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের কথিত চতুর্থস্তম্ভের একজন কর্মরত সাংবাদিকের উপর নজীরবিহীন আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। তাই আসামীদের পুলিশ হেফাজতে রেখে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নজির সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথা দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়ে মামলা দুর্বল করার অপকৌশল নিতে পারে, যা বর্তমানেও করে চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের এক সৈনিকের উপর নজিরবিহীন ও বর্বরোচিত হামলা সংগঠিত হয়েছে যা রাজ্য ও দেশের পক্ষে বিপদজনক। তাই, ''নাসা'' প্রয়োগের দাবী জানাচ্ছে ফোরাম।

এছাড়াও সাংবাদিকদের উপর দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা আক্রমণ প্রতিহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন থাকলেও টিকাকরণ চালু রাখতে হবে, নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.) : 'লকডাউন সত্ত্বেও নাগরিকদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া জারি রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কোনওভাবেই অন্য কাজে দেওয়া যাবে না।' ক্রমাগত বেড়ে চলা করোনা মোকাবিলায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এমনই নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এমনিতেই করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে মোকাবিলার মধ্যে তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি এবং রেমডিসিভিরের মতো ওষুধের করোনা চিকিৎসায় প্রাপ্যতা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়, বৈঠকে আধিকারিকদের মোদী নির্দেশ দেন যে 'লকডাউন সত্ত্বেও নাগরিকদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া জারি রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কোনওভাবেই অন্য কাজে দেওয়া যাবে না।' বিভিন্ন রাজ্যে কত টিকার ডোজ নষ্ট হয়েছে, তাও মোদীকে জানানো হয়। একইসঙ্গে আধিকারিকরা বলেন, 'রাজ্যগুলিতে ১৭.৭ কোটি করোনা টিকা পাঠানো হয়েছে। ৪৫ বছরের উর্ধে প্রায় ৩১ শতাংশ মানুষকে কমপক্ষে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।'

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। দেশে করোনাভাইরাসের আরও ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১২ টি রাজ্যে যে এক লাখের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি, সে বিষয়েও জানানো হয় তাঁকে। সেই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য রাজ্যগুলিতে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর মোদী জানান, যে জেলাগুলিতে হাসপাতালের ৫০-৬০ শতাংশের বেশি শয্যা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেখানে টিকাকরণের গতি যেন হ্রাস না পায়, তাও নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মোদী।

তারইমধ্যে বৃহস্পতিবার কার্যকারীভাবে সেই আগাম বিপদের মোকাবিলার জন্য আজ থেকেই কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে প্রস্তুতি শুরুর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেইসঙ্গে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আগেই শিশুদের টিকাকরণ শেষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের জারি করা শোকজ নোটিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের দায়ের করা মামলায় বুধবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এমআর শাহের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, যদি এখন থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়, তাহলে হয়তো তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলা করা যাবে। আর সেটার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে টিকাকরণ করতে হবে। শীর্ষ আদালত বলেছে, 'বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে (করোনার) তৃতীয় ঢেউ সামনেই আসছে। যা শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে। একটি শিশু যখন হাসপাতালে যাবে, তখন তার মা এবং বাবাকেও যেতে হবে। তাই এই শ্রেণিরও টিকাকরণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের টিকাকরণের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে এবং সেরকমভাবে প্রস্তুতি সারতে হবে।'

অক্সিজেন পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.) : কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ৭৩০ মেট্রিক টন অক্সিজেন এসে পৌঁছেছে রাজধানীতে। যা দিল্লি সরকারের চাহিদার থেকেও সামান্য বেশি। স্বভাবতই খুশি কেজরিওয়াল।

চিঠিতে তিনি লেখেন, 'দৈনিক ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন প্রয়োজন দিল্লির। আমরা সেকথা জানিয়ে আর্জি জানিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই প্রথম দিল্লি ৭৩০ মেট্রিক টন অক্সিজেন পেল। দিল্লিবাসীর তরফে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার অনুরোধ, দৈনিক এই পরিমাণ অক্সিজেন যেন দিল্লি পায়। যেন আর তা কম না পড়ে।"

প্রসঙ্গত, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পর থেকেই দিল্লিতে প্রকট হয়ে উঠেছিল অক্সিজেনের চাহিদা। বহু হাসপাতালেই হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। অসংখ্য করোনা রোগীর মৃত্যুও হয় অক্সিজেন না পেয়ে। গত সপ্তাহেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে একদিনে ১২ জনের মৃত্যুই হয় কেবল অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সঙ্গে দিল্লি প্রশাসনের রীতিমতো সংঘাতের আবহ তৈরি হয়ে যায়। অবশেষে সংঘাত শেষ। বৃহস্পতিবারই পৌঁছে গিয়েছে ৭৩০ মেট্রিক টন অক্সিজেন। এরই সঙ্গে প্রতিদিন কীভাবে এই পরিমাণ অক্সিজেন দিল্লি পেতে পারে তার একটি নকশাও কেজরিওয়াল প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্র।

রবিবার থেকে বাতিল হচ্ছে রাজধানী-দুরন্ত-শতাব্দী এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.) : করোনা আবহে এবার বন্ধ হতে চলেছে দুরন্ত, শতাব্দী এবং রাজধানী এক্সপ্রেস। রেলের তরফে খবর আগামী রবিবার থেকে দুরন্ত, শতাব্দী এবং রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। উর্ধমুখী করোনাভাইরাস সংক্রমণের জেরে যাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সেই পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছে রেল।

বৃহস্পতিবারই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই বিবৃতিতেই রাজধানী, দুরন্ত-সহ ২৮টি ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর লকডাউনের সময় গোটা দেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে আনলক পর্যায়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বেশ কয়েকটি শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হয়। তারপর রাজধানী, দুরন্ত-সহ বেশি কিছু স্পেশ্যাল ট্রেনের পরিষেবাও চালু হয়। কিন্তু দেশে ফের একবার থাবা বসিয়েছে মারণ করোনা ভাইরাস। উর্ধমুখী করোনার গ্রাফ। একাধিক রাজ্যে জারি হয়েছে লকডাউন বা আংশিক লকডাউন। পশ্চিমবঙ্গেও কোভিড মোকাবিলায় আপাতত লোকাল ট্রেন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাছাড়া আক্রান্ত হয়েছেন বহু রেলকর্মী থেকে শুরু ট্রেনের চালক। করোনার ভয়ে কমে গিয়েছে যাত্রীসংখ্যাও। এই পরিস্থিতিতে আপাতত এই ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল রেল।

'নগরের নটি' মন্তব্যের জেরে এবার তথাগত রায়কে দিল্লি তলব বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.) : নির্বাচনে দলের তারকা প্রার্থীদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যের পর এবার বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়কে দিল্লিতে তলব করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নিজেই ট্যুইট করে একথা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা। পাশাপাশি তথাগত রায় জানিয়ে দেন, তিনি এখন দিল্লি যেতে পারছেন না। তাঁর করোনা হয়েছে। এর আগে বিধানসভা ভোটে দলের তারকা প্রার্থীদের পরাজয় নিয়ে ট্যুইটারে কটাক্ষ করেন তথাগত রায়। এরপর ফের বিজেপি নেতৃত্বকে নিশানা করেন তিনি। তারকাদের প্রার্থী নির্বাচন করা প্রসঙ্গে ট্যুইটে তথাগত রায় লেখেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা আর ফিটার মিস্ত্রির শংসাপত্র থাকা নেতৃত্বের কাছ থেকে এর বেশি কী আশা করা যায়। এরপরই তথাগত রায়কে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিল্লির ডাক পেলেও যে থামতে নারাজ সেটা তিনি বৃহস্পতিবারও বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নজিরবিহীনভাবে তৃণমূলীদের ও অভিনেতাদের যোগ দেওয়াতে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। কেন এদের প্রার্থী করা হয়েছে সেই বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন। কেন বিজেপির একঝাঁক অভিনেত্রী প্রার্থী মদন মিত্রর সঙ্গে দোলের দিন নৌকা বিহারে গিয়েছিলেন? তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তথাগত রায়ের বক্তব্য, "৮০-র দশক থেকে যারা প্রাণপাত করে বিজেপি করেছেন তাঁদের নির্বাচনী যুদ্ধের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বিজেপির কিছু নেতা।" আর এখানেই তথাগত রায়ের প্রতিবাদ। তথাগত রায়ের এই অভিযোগ থেকে বাদ যায়নি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তিনি বহিরাগত প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "বাঙালি ভাষার দিক থেকে স্পর্শকাতর। কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেনন,দিলীপ ঘোষরা সঠিক ভাষা দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতেই পারেননি। চোখের সামনে এবার বিজেপি-র কবর খনন করা হয়েছে।"

তৃণমূল ছেড়ে যারা বিজেপিতে এসে রাতারাতি প্রার্থী হয়ে গেছেন তাদের বেশিরভাগই পরাজিত হয়েছেন। তথাগতবাবুর বক্তব্য, "তৃণমূলের জঞ্জালদের এভাবে দলে এনে দলকে কবর দেওয়া হয়েছে।" কেন এদের চার্টার্ড বিমানে করে উড়িয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে? সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তথাগত রায় বলেন, "দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেননের মতো নেতাদের বাংলার মানুষের ভাষার প্রতি স্পর্শকাতরতা বোঝার ক্ষমতা নেই।" এমন কী এই নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তথাগত রায়। তিনি বলেছেন, "দিল্লির নেতৃত্ত্বদের ভুল বুঝিয়েছেন দিলীপ ঘোষ, কৈলাসবিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেনন, শিবপ্রকাশরা। এমনকী ৭৭টি আসন পেয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বগল বাজাচ্ছে বলেও তিনি কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, " এইট পাশ করা নেতারা নেতৃত্ব দিলে আর এর চেয়ে কী ভালো হবে?"

বানচাল বাংলাদেশের সংসদ ভবনে হামলার ছক, গ্রেফতার ২ আনসার জঙ্গি

ঢাকা, ৬ মে(হি.স.) : বড়সড় নাশকতার হাত থেকে রক্ষা পেল বাংলাদেশ সংসদ ভবনে। ভেস্তে গেল হামলার ছক। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত দুই সন্ত্রাসবাদীকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজধানী ঢাকা ও রাজবাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের শীর্ষ নেতা-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আলি হোসেন ওসামা ও মহম্মদ শাকিব নামের দুই জঙ্গি জাতীয় সংসদ ভবনে হামলার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেইমতো বুধবার রাতে সংসদে হামলা চালাতে যায় শাকিব। তারপরই ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে রাজবাড়ি থেকে ওসামাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের উপকমিশনার মহম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাত পৌনে আটটা নাগাদ সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শাকিবকে গ্রেফতার করা হয়। ওই সময় তার কপাল ও বাঁ হাতে কালো পতাকা ছিল। ডান হাতে ছিল তলোয়ার। পরে আজ ভোররাতে রাজবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনসার আল ইসলামের শীর্ষ নেতা ওসামাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দু'জনকে ঢাকার কাউন্টার টেররিজম কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সন্ত্রাস দমন বিভাগের আধিকারিক সাইফুল ইসলাম জানান, আনসার আল ইসলামের নেতা মুফতি জসিমউদ্দিন রহমানি গ্রেফতার হওয়ার পর ওসামা সংগঠনের হয়ে প্রচার চালাচ্ছিল।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ আনল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসা পরিষেবার হাল কি শোচনীয় ৫ মে এক সংবাদ সম্মেলনে খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা তথ্য দিয়েছেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ক''দিনে ২১ জন ডাক্তার ও নার্স আক্রান্ত হয়েছেন। একজন চিকিৎসকের মৃত্যু ঘটেছে। ৮ জন চিকিৎসকের অবস্থা সঙ্কটজনক। স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলেছেন, এখনি অন্তত ১২০ জন চিকিৎসক এবং সমসংখ্যক নার্স নিয়োগ না হলে জরুরি পরিষেবা চালিয়ে যাওয়াই কঠিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার আগরতলায় পশ্চিমবঙ্গের হিংসার প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলন কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে কে নিরাপদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আক্রান্ত হওয়ায় প্রশ্ন তুললেন প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৬ মে(হি.স.) : ভোটের ফল প্রকাশের পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে পশ্চিম মেদিনীপুর এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। সেখানে তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালালো এক দল দুষ্কৃতী। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। এই ঘটনায় এবার গর্জে উঠলেন কেন্দ্রের আরেক মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকর।

প্রকাশ জাভড়েকর এদিন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে। বলেছেন, "যদি একজন মন্ত্রীর কনভয়ও আক্রান্ত হতে পারে, তাহলে বাংলায় কে নিরাপদ? এটা তো রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট অশান্তি।" ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে অপরাধীদের যথাযথ শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন। মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায় তোলপাড় রাজনৈতিক মহল।

পশ্চিমবঙ্গের হিংসার হাত থেকে রেহাই পেলেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও

মেদিনীপুর, ৬ মে(হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে এবার আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্যে ভোটের ফল প্রকাশের পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে এসে এবার পশ্চিম মেদিনীপুর এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। সেখানে তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালাল এক দল দুষ্কৃতী। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে হিংসা, খুনোখুনির ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নে এসেছে কেন্দ্রীয় টিম। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সেই টিমের যখন বৈঠক চলছে তখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনা ঘটল মেদিনীপুরে। বৃহস্পতিবারন মেদিনীপুরের পাঁচকড়ি এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরন। এদিন সকালে মেদিনীপুর থেকে ঘাটাল যাওয়ার পথে কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত পাঁচখুরি এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন মুরলীধরণ। অভিযোগ, ইট ছুড়ে, বাঁশ দিয়ে মেরে ভাঙচুর করা হয়েছে তাঁর গাড়ি। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাও। তিনি আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর গাড়ির চালকও।

এই ঘটনায় জন্য তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, "কোনও জায়গায় বিরোধীরা হেরে গিয়ে হতাশ হয়ে কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে। কিন্তু এখানে জেতার পর শাসক দলের লোকজন অত্যাচার করছে। মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে।" যদিও এই ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেছেন, "আমাদের কেউ এই কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। ভোটের পরই এলাকা শান্তই রয়েছে। কিন্তু বিজেপি-র নেতারা এসে প্ররোচনা ছড়িয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে।"

রবিবার ভোট গণনার দিন থেকেই রাজ্যের একাধিক প্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরদিন থেকে সংঘর্ষের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তৃণমূল বিজেপি হাতাহাতির খবর আসতে থাকে বারবার। বিরোধীদের অভিযোগ, ফল প্রকাশের পর থেকেই বল্গাহীন সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসক দল তৃণমূল। কোথাও পার্টি অফিসে ভাঙচুর করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কর্মীদের মারধর করছে। এমনকি ইতিমধ্যে খুন হয়েছেন বহু দলীয় কর্মী। সেই সঙ্গে হাত পড়ছে মহিলাদের গায়েও। একাধিক স্থান থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্নে জোড়া চিঠি পাঠিয়েছে নর্থব্লক। প্রথম চিঠির জবাব না দেওয়ায় দ্বিতীয় চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভল্লা লিখেছেন, গত ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। তারপর থেকেই রাজ্যে হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে। বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। উঠেছে খুনের অভিযোগও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।